চমক ভরা ধনতেরস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 October, 2019 ■ আগরতলা, ২১ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৩ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের সর্বকালীন রেকর্ড ভঙ্গ, টেট-২ পরীক্ষা দিলেন ৮৬.৩৯ শতাংশ আবেদনকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। শিক্ষক নিয়োগে আজ ত্রিপুরায় টেট-২ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৮৬.৩৯ শতাংশ আবেদনকারী রবিবার পরীক্ষা দিয়েছেন। এতে ত্রিপুরায় টেট পরীক্ষায় সর্বকালীন রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে বলে দাবি করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, ২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত টেট পরীক্ষায় উপস্থিতির হার এবারই সবচেয়ে বেশি।

তিনি জানিয়েছেন, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিএড এবং ডিএলএড এককালীন ছাড় দিয়ে আজ টেট-২ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর জন্য ৫৮,৩৪১ জন আবেদন জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ ৫০, ৪০৩ জন আবেদনকারী পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দুপুর সাড়ে বারোটায় শুরু হয়ে দুপুর তিনটায় পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। খুব সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই পরীক্ষায় সাধারণ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের জন্য কাট অফ মার্কস ৯০ এবং এসসি ও এসটি শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য কাট অফ মার্কস ৮৩ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখেই ত্রিপুরায় কাট অফ মার্কস নির্ধারণ হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় টেট-২ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এবার সর্বকালীন রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। এবার ৮৬.৩৯ শতাংশ আবেদনকারী পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। যেখানে ২০১৭ সালে ৬৯ শতাংশ, ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বরে ৮৪.৬১ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ডিসেম্বরে ৮৬.০৭ শতাংশ আবেদনকারী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী জানান, টেট পরীক্ষার্থীর মেয়াদ সাত বছর। ফলে পরীক্ষায় যাঁরা উতরোবেন তাঁদের ওই সময়ের (সাত বছর) মধ্যে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। তবে যাঁরা এককালীন ছাড়ের সুযোগ নিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হলে মেয়াদের সময়সীমা হবে ২০১১ সালের ২১ মার্চ।

এছাড়া জেলাভিত্তিক আবেদনকারীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, সিপাহিজলা জেলায় সবচেয়ে বেশি ৮৮.৬৫ শতাংশ, খোয়াই জেলায় ৮৮.৪৪ শতাংশ, দক্ষিণ জেলায় ৮৮.১৯ শতাংশ, ঢালাই জেলায় ৮৩.৭৩ শতাংশ, গোমতি জেলায় ৮৭.২৭ শতাংশ, উত্তর ত্রিপুরায় ৮৬.৪৬ শতাংশ, ঊনকোটি জেলায় ৮৪.৪৩ শতাংশ এবং পশ্চিম জেলায় ৮৪.৯৭ শতাংশ আবেদনকারী আজ টেট-২ পরীক্ষা দিয়েছেন।

তিনি দাবি করেন, টেট পরীক্ষায় ত্রিপুরা গোটা দেশে ব্যতিক্রমী নজির স্থাপন করেছে। অনেক রাজ্যে বছরের পর বছর টেট পরীক্ষাই নেওয়া হয় না। অথচ, ত্রিপুরায় বছরে দুবার টেট পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রচুর ছেলেমেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রত্যাঘাতে অধিকৃত কাশ্মীরে ৪টি লঞ্চ ঘাঁটি ধ্বংস, নিহত পাকিস্তানের দশ জওয়ান

পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বার বার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাক সেনার। এবার মোক্ষম জবাব দিল ভারতীয় সেনা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের যে ঘাঁটিগুলি থেকে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছিল সেগুলি লক্ষ্য করে প্রবল গোলাবর্ষণ করে চারটি জঙ্গিঘাঁটি পুরোপুরি ধ্বংস করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। খতম করা হয়েছে দশজন পাকিস্তানি সেনাও। জখম হয়েছে আরও কয়েকজন। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিদের লঞ্চ প্যাড গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিন। ভারতের যোগ্য জবাবের জেরে ছয় থেকে দশজন পাকিস্তানি সেনা জওয়ান নিকেশ হয়েছে। চারটি লঞ্চ প্যাড একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত।

রবিবার বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন যে রিপোর্ট এসেছে তাতে জানা গিয়েছে ছয় থেকে দশজন পাকিস্তানি জঙ্গি খতম হয়েছে। তিনটি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। একই সংখ্যাক সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুরও খবর পাওয়া গিয়েছে। শনিবার বিকেলে তংগধার সেক্টর দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে জঙ্গিরা। জঙ্গিদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। আর্টিলারি হামলায় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের পরিকাঠামো ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘনের পরে যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। আর্টিলারি হামলা চালিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক লঞ্চ প্যাড গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই সেনা জওয়ান এবং এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু মধুর প্রতিশোধ নিয়েছে ভারত।

রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। সেনা ছাউনি এবং ভারতীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। হামলা শহিদ হন দুই ভারতীয় জওয়ান। পাশাপাশি মৃত্যু হয় এক নিরীহ গ্রামবাসীর। এক সেনা জওয়ান সহ চারজন গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়। এরপরেই পাল্টা আর্টিলারি হামলা চালায় ভারত। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) জঙ্গিদের তিনটি লঞ্চিং প্যাড গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। সেনাবাহিনীর যোগ্য জবাবে পাঁচ পাকিস্তানি সেনা জওয়ান নিহত হয়েছে। আহত বহু। ভারতের এই পাল্টা প্রত্যাঘাতে কার্যত নেজাহাল অবস্থা পাকিস্তানের। পাল্টা কুপওয়ারা জেলার তংগঘার, নৌগাম সেক্টরের গোলাবর্ষণ শুরু করে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত।

উপত্যকায় ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাক সেনাবাহিনী। শনিবার রাতে কুপওয়ারা জেলার তংগহর সেক্টরে সীমান্তরেখা বরাবর গোলা-গুলি ও মর্টার হামলায় চালায়। এই ঘটনায় কুপওয়ারা জেলার টাঙধর সেক্টরে দুই জওয়ান শহিদ হয়েছেন। পাকিস্তানের দিক থেকে পাক সেনার অতর্কিত গুলি চালনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালায় ধৃত সুনীল ভৌমিক হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২০ অক্টোবর ।। বাম আমলের পূর্ত কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত তৎকালীন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার সুনীল ভৌমিককে পুলিশি হেপাজত থেকে রবিবার চিকিৎসার জন্য জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

শনিবার সুনীল ভৌমিককে পাঁচদিনের পুলিশ রিমাণ্ড শেষে আদালতে তোলা হলে পুলিশের আবেদন অনুযায়ী আরও পাঁচ দিনের পুলিশ রিমাণ্ডে পাঠানো হয়। পুলিশ রিমাণ্ডে সুনীল ভৌমিককে জোরদার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে।

সেজন্য তাকে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবশ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশব্যাপী ২২ অক্টোবর ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। আগামী ২২ অক্টোবর দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার হয়েছে। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন এবং ব্যাপক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এক ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী ব্যাপক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। উভয় সংগঠনের রাজ্য শাখার নেতৃবৃন্দ রবিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাপক ধর্মঘটের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

ব্যাপক কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাপকগুলিকে একত্রিত করনের মধ্য দিয়ে এবং ব্যাপক শিল্পকে ক্রমাগত বেসরকারী করনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক শিল্পকে লুটপাট করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এরই প্রতিবাদে ২২ অক্টোবর বনধের ডাকা দেওয়া হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীকে ধরতে পুলিশি তল্লাশি অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ অক্টোবর ।। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর খোঁজে পুলিশি তল্লাশি অব্যাহত। পুলিশে বর্তমানে থরহরি কম্পন চলছে। অন্যদিকে, সোমবার হাইকোর্টে বাদল চৌধুরীর আগাম জামিনের শুনানী হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ প্রাক্তন মন্ত্রীর খোঁজে তেলিয়ামুড়ার বেশ কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালায় শনিবার গভীর রাতে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ শনিবার গভীর রাতে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, দলের নেতা সুবীর সেন এবং প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী দাসের বাড়িতেও তল্লাশি চালায়।

পুলিশ তেলিয়ামুড়ার কয়েকটি জায়গাতে হানাদারি চালিয়েও প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর হদিশ পায়নি। অন্যদিকে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে শনিবার ছিল পারিবারিক সামাজিক অনুষ্ঠান। রাত পৌনে ১২টা নাগাদ আচমকা পুলিশি তল্লাশিতে বিস্মিত হয়ে যান প্রাক্তন বিধায়িকার গোটা পরিবার। এ ধরনের তল্লাশি অভিযান নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্নও উঠেছে।পূর্ত কেলেঙ্কারির অভিযোগে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন আদালতে খারিজ হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ তাকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর হোটেলে উদ্ধার যুবতীর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারস্থিত স্টার হোটেল থেকে এক যুবতীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত যুবতীর নাম জায়া মজুমদার। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পিতার নাম জিতেন্দ্র মজুমদার।

বাড়ি পশ্চিম প্রতাপগড় এলাকায়। হোটেলের ১০৪ নম্বর কক্ষ থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে মহিলা থানার পুলিশ। মৃত যুবতী গত ১৭ অক্টোবর থেকে এই হোটেলে থাকতেন বলে জানা গেছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা। এবিষয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

হোটেল থেকে যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪৬০ জন শিক্ষক পদে শীঘ্রই অফার ছাড়বে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। শীগ্রই শিক্ষক নিয়োগে অফার ছাড়বে রাজ্য সরকার। ৪৬০ জন শিক্ষক নিয়োগে প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ তিনি জানিছেন, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য এসটিজিটি শিক্ষক পদে ৪৫০ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। তাঁদের কাগজপত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। তাঁর দাবি, টিআরবিটির কাছে এসটিজিটি ৬২৫ জন শিক্ষক চেয়েছিল শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু, টিআরবিটি মাত্র ৪৫০ জনকে বাছাই করতে পেরেছে। তিনি জানান, সাধারণ শ্রেণীর ৩০৮ জন, এসসি ১০১ জন, এসটি ১৮৪ জন, দিব্যাঙ্গন ১৯ জন এবং প্রাক্তন সৈনিকদের কোটায় ১৩ জন শিক্ষকের প্রয়োজন বলে জানানো হয়েছিল টিআরবিটিকে। কিন্তু, টিআরবিটি সাধারণ শ্রেণীর ৩০৮ জন, এসসি ৯৫ জন, এসটি ৪৩ জন, দিব্যাঙ্গন ৪ জনকে বাছাই করে তালিকা শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছে। প্রাক্তন সৈনিক কোটায় কাউকেই বাছাই কারাতে পারেনি টিআরবিটি। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁরা গত জুন মাসে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

তেমনি, এসটিপিজিটি ৭৫ জন শিক্ষ নিয়োগের জন্য টিআরবিটির কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু, মাত্র ১০ জনকে বাছাই করে তালিকা শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছে টিআরবিটি। শিক্ষামন্ত্রী এসটিপিজিটি শিক্ষকের স্বল্পতার ভিত্তিতে এক তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, আরবিক ভাষা শিক্ষক ৬ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার টেট-২ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলায় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে তোলা নিজস্ব ছবি।

কাঞ্চনপুরে নাবালিকার শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২০ অক্টোবর।। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরে সুভাষনগর এলাকায় এক নাবালিকার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত হয়েছে ওই নাবালিকার জেঠু। তাছাড়া আরও দুই যুবক। জেঠু সংগ্রাম রিয়াং ওই নাবালিকাকে মদের আসরে নিয়ে যায়। সেখানে ওই নাবালিকে আরও দুই যুবক সুব্রত চন্দ ও বিধান দাসের হেপাজতে দেয় সংগ্রাম। সেখানে নাবালিকাকে মদ ও মাংস খাওয়ানো হয়! তারপর তিনজন মিলে শ্লীলতাহানি করে। পরে পরিবারের লোকজন বিষয়টি কাঞ্চনপুর থানায় জানায়। পুলিশ সংগ্রাম রিয়াংকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিরা পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

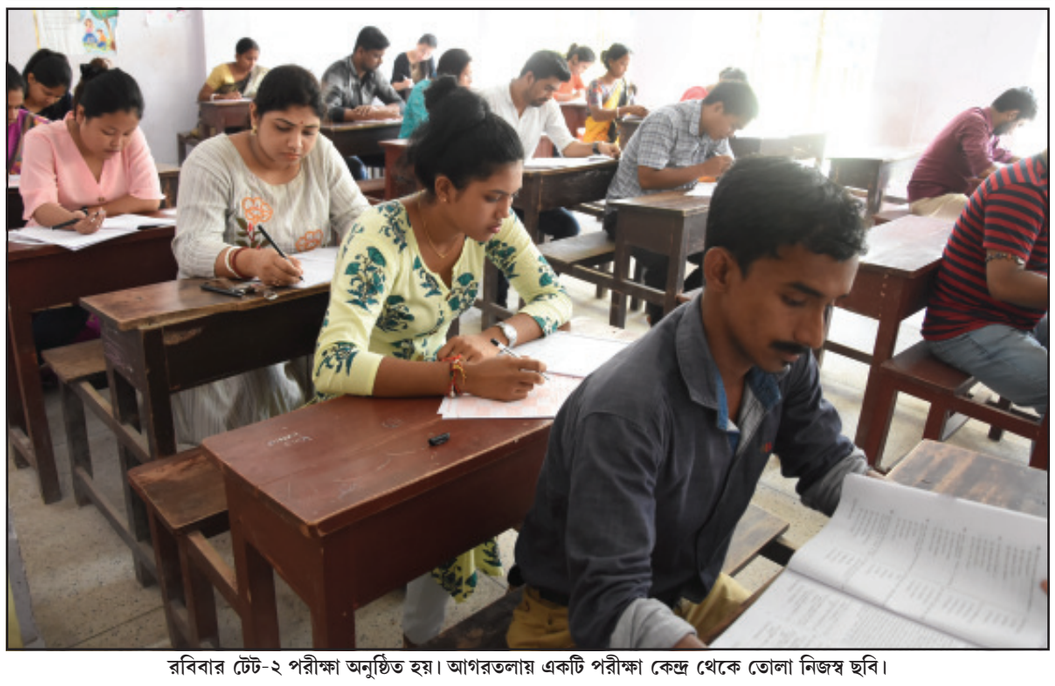

আগরতলা থেকে কলকাতা, গুয়াহাটি ও ইমফলে এয়ার এশিয়ার পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। রাজ্যে নতুন বিমান পরিষেবার সূচনা করে উন্নয়নের প্রশ্নে কোন দুর্নীতিবাজদের ছাড় দেওয়া হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার আগরতলা থেকে সরাসরি কলকাতা, গুয়াহাটি এবং ইমফলে এয়ার এশিয়ার বিমান পরিষেবা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সবুজ পতাকা নেড়ে এই বিমান পরিষেবার সূচনা করেছেন।

এদিকে, আগরতলা-গুয়াহাটি বিমানের সহকারি পাইলট আরমান চৌধুরী ত্রিপুরার বিলোনিয়ার বাসিন্দা। আজ এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা, বিধায়ক ডা. দীলিপ দাস এবং বিমান বন্দর ও এয়ার এশিয়ার শীর্ষ আধিকারিকরা।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দীপাবলির প্রাক-মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দারুন উপহার দিয়েছেন। কারণ, ত্রিপুরায় এই বিমান পরিষেবার খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল। তিনি জানান, ত্রিপুরায় এখন প্রতিদিন ১৮টি বিমান উঠা-নামা করবে। তাঁর কথায়, যোগাযোগের উন্নয়নের মাধ্যমেই ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে উন্নীত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্য থেকে স্পাইজজেড উড়ান সংস্থা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নেবার পর যাত্রীদের মারাত্মক সমস্যায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজে অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে আগরতলায় আরও উড়ানের ব্যবস্থা করতে জোড়ালো দাবি জানিয়েছিলেন। এরই সুফল মিলছে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীসহ অন্যান্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আগামীদিনেও ত্রিপুরার জনগনের যেকোন সমস্যা সমাধানেব রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার পাশে থাকবে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আজকের দিনটি রাজ্যের জনগণের জন্য অবশ্যই খুশির দিন।মুখ্যমন্ত্রী আজ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। বিশেষ করে দুর্নীতিবাজদের ছাড় দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন্মভূমির আকাশে বিমান উড়ানোর অনুভূতিতে ভীষণ শিহরিত, বলেছেন রাজ্যের ছেলে সহ-পাইলট আরমান

আগরতলা, ২০ অক্টোবর (হিঃসঃ) ।। স্বপ্ন যখন আকাশ ছুঁয়ে দেখার, সেই স্বপ্ন নিয়েই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার সন্তান বিমান চালানোর দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি আরমান চৌধুরী। নামেই তো যেন মিশে রয়েছে স্বপ্ন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বাসিন্দা প্রণব চৌধুরীর একমাত্র সন্তান আরমান চৌধুরী এয়ার এশিয়া বিমান সংস্থার সহকারি-পাইলট। রবিবার আগরতলা থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যে প্রথম বিমানটি উড়ে গেছে সেই বিমানের সহকারি-পাইলটের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। জন্মভূমি থেকে বিমান উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুভূতি ভীষণ শিহরিত করেছে তাঁকে, হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় জানালেন আরমান নিজেই।

এই প্রতিবেদকের সাথে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আরমান চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরার মাটিতে জন্ম আমার, এই মাটি থেকে বিমান উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। তাঁর কথায়, আজ আগরতলার মাটিতে বিমান নিয়ে নামতেই নিজেকে ধন্য এবং গর্বিত বোধ করেছি। বিশেষ করে এয়ার এশিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই সুযোগ দেওয়ায় তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলেননি। আরমান বলেন, ছোটবেলা থেকেই পাইলট হওয়ার স্বপ্ন বুকে বেঁধেই বড় হয়েছি। কারণ, অসামান্য কাজের প্রতি বরাবরই ঝোঁক ছিল। তাই, আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন সত্যি করার লক্ষ্য নিয়ে চলেছি।

তিনি জানান, ছোটবেলা থেকেই বাবা ও মা সব ক্ষেত্রেই সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাই আজ স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। আরমান চৌধুরী বলেন, ১ বছর ৯ মাস সহকারি পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এখন পর্যন্ত ১,২০০ ঘণ্টা এয়ারবাস ৩২০ মডেলের বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবুও রোজ নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করছি। তাঁর কথায়, এয়ারলাইন্স জগতের ব্যাপ্তি বিশাল। এর কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। তাই এই জগতটাকে আঁকড়ে ধরে নিজের ভবিষ্যত গড়ার চেষ্টায় রয়েছি।

সহকারি পাইলট আরমান চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

আরমান আজ কথা বলতে গিয়ে বারবারই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন। কারণ, আজ তিনি প্রথমে আগরতলা থেকে গুয়াহাটি যান। সেখান থেকে বিমান নিয়ে আবার আগরতলায় আসেন। এর পর আগরতলা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে উড়ে যান তিনি। এই মুহূর্তগুলি তাঁর গোটা ক্যারিয়ারের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগেও বিমান চালিয়েছি। কিন্তু, আজকের অনুভূতি সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।

তিনি জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আবহাওয়ার কারণে বিমান চালানো অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও তিনি বিমানের সহ-পাইলটের দায়িত্ব পালনে ভীষণ রোমাঞ্চিত হন। তাঁর দাবি, বিমান সংস্থা সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ফলে, কঠিন পরিস্থিতিতেও স্বাভাবিকভাবেই বিমান এবং যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পেরে ভীষণ গর্বিত হন।

আজ তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে বিমান কমান্ডার হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তাঁর। এতে অবশ্য তাঁকে বিশেষ ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, সাথে নির্দিষ্ট সময় আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতাও থাকতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেপিকে ধর্মান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়েই হত্যার অভিযোগ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। কুমারঘাটে হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হেপি দেববর্মার মৃত্যুর প্রতিবাদে বিশ্বহিন্দু পরিষদ রবিবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবারের সন্তান হেপি দেববর্মাকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়েই তার উপর নির্যাতন চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ জানিয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। কুমারঘাটে হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হেপি দেববর্মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খ্রীষ্টান মিলনারীদে বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে।

খ্রীষ্টান মিলনারী স্কুলগুলিতে ড্রাগস সেবন করা হয় এবং ফাদাররাই এসব কাজে জড়িত বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব সংগঠন মন্ত্রী পুর্নচন্দ্র মন্ডল। হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হেপি দেববর্মার মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। রবিবার আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জমায়েতে মিলিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব সংগঠন মন্ত্রী পুনচন্দ্র মন্ডল খ্রীষ্টান মিসনারীদের বিরুদ্ধে ধর্মান্তকরনের গুরুতর অভিযোগ এনেছেন।

তারা সেবার অন্তরালে ধর্মান্তরন চালিয়ে যাচ্ছে। কুমারঘাট হলিক্রস স্কুলের ছাত্র হেপি দেববর্মাকেও ধর্মান্তরনে রাজী করাতে না পেরেই মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে অইভযোগ। সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখ হেপি দেববর্মাকে মারধর করা হয়। এরই জেরে গত ৬ অক্টোবর তার মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এর আগেও কুমারঘাট হলিক্রস স্কুল এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা নানাবাবে সংগঠন বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করা শিক্ষাদানের আড়ালে হিন্দু সমাজকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে খ্রীষ্টান মিশনারীরা। রাজ্যের হলিক্রস স্কুলগুলির কাজকর্মের তদন্তের জন্য কমিশন গঠনের জন্যও দাবি জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা। বিশ্ব বিন্দু পরিষদের নেতা অভিযোগ করেন রাজ্য সরকার নেশামুক্ত রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৪ ▫ ২১ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ৩ কার্ত্তিক ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পুলিশের শুদ্ধিকরণ

লোম বাছিতে গিয়া কম্বল না উজার হইয়া যায়। শুধু ত্রিপুরা নহে গোটা দেশেই সবচাইতে বড় সমস্যা এই দুর্নীতি। দুর্নীতি মুক্ত ভারতের স্বপ্ন যাহারা এক সময় দেখাইয়াছিলেন আজ তাঁহাদের কণ্ঠেও তেমন জোর দেখা যাইতেছে না। এই পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছেন। শনিবার বিশালগড়ে গান্ধী সংকল্প যাত্রায় স্পষ্ট বলিয়াছেন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যদি রাজনৈতিক হিংসা হয় সেই পথে শতবার হাঁটিতে রাজী। তিনি জানাইয়াছেন সত্যের জয় হইবেই। কারণ, গান্ধীজির সংকল্প যাত্রায় দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিতকরণ শুরু হইয়াছে। কোনও দুর্নীতিবাজকে ছাড়া হইবে না। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির তথ্যও উঠিয়া আসিয়াছে। ৩০২ জন সামাজিক ভাতা প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের প্রায় ৯ হাজার মৃত ব্যক্তিকে ভাতা দেওয়া হইতেছিল। দুর্নীতির তদন্ত শুরু হইয়াছে পরিবহণ দপ্তরে। বাম আমলে পরিবহণ দপ্তরে প্রায় ২৭ কোটি টাকার কেলেংকারী হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে, পরিবহণ দপ্তরের এই কেলেংকারী সঙ্গে জড়িত পরিবহণ মন্ত্রী ও আরবান ট্রান্সপোর্টের এমডি। পরিবহণ দপ্তরের এই কেলেংকারীর ভিজিল্যান্স তদন্ত শুরু হইয়াছে। বাম আমলে দুর্নীতি হয় নাই এমন কয়টি দপ্তর মিলিবে সেই প্রশ্ন আছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি পিছ পা হইবেন না। যদি এই লড়াইয়ে তিনি সফল হইতে পারেন তাহা হইলে গোটা দেশে রেকর্ড সৃষ্টি হইবে। একথা সত্যি যে, দুর্নীতিই আমাদের রাজ্য ও দেশে প্রধান সমস্যা। সরকারী বরাদ্দের কত শতাংশ সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছায়। ফলে, সরকারী স্তরে বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় হইলেও তাহার সুফল মিলে না। এই পরিস্থিতি দিনে দিনেই বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছাইতেছে। বাম আমলে যে দপ্তরেই হাত দেওয়া যাইবে সেখান হইতেই দুর্গন্ধ বাহির হইবে। কিন্তু, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সর্বব্যাপী দুর্নীতি রোধ করিবেন কিভাবে? কারণ, সৎ সজ্জনদের অভাব বাড়িয়াছে। এরাজ্যে সিপিএম দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, মাখামাখি ছিল তাঁহাদের অনেকেই তো দেখা যায় বিজেপি দলের খুব কাছাকাছি। মুখ্যমন্ত্রীর খুব কাছের লোক। অন্যদিকে বিজেপির সেই পুরনো কর্মী নেতারা কোথায়? তাঁহারা নিশ্চয় দলকে সরকারকে বাঁচাইতে, সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিতে সচেষ্ট থাকিবে। কিন্তু, নতুন বন্ধুরা তলে তলে কত সর্বনাশের বীজ পুঁতিতেছে তাহা বলা যায়? প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এত এত গোয়েন্দাদের নজরদারীতে ভ্যানিশ হইয়া গেলেন? গোঁসা হইবারই কথা। কিন্তু, প্রশ্ন উঠিতেছে রাজ্যের পুলিশে এই যে শাস্তির আতংক গ্রাস করিয়াছে তাহার পরিণতি কি হইতে পারে। রাজ্যে পুলিশ তো রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সহ নানা কাজে নিয়োজিত। কিন্তু, এই মুহুর্তে পুলিশ তো বাদল চৌধুরীর সন্ধানেই কম্পমান। রাজ্য সরকারের প্রশাসন হইতে বিরোধী সিপিএম দল বা নেতারা যে অনেক বেশী বুদ্ধিদীপ্ত তাহাই তো প্রমাণ হইতে চলিয়াছে। একা বাদল চৌধুরী গোটা পুলিশ প্রশাসন ভূমিকম্প আনিয়া দিয়াছেন। শুধু বাদল চৌধুরী কেন। দুর্নীতির অভিযোগ তো আরও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে উঠিয়াছে। এখন নাম আসিয়াছে প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দের। ২৭ কোটি টাকার কেলেংকারী। ভিজিল্যান্স তদন্ত শুরু হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তো ঘোষণা দিয়াছেন দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপোষ করা চলিবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় তো অন্যান্য বাম নেতাদের বুকে কাঁপন আনিতে পারে। আনিবারই কথা। নেতা মন্ত্রীরা কিভাবে দুই হাতে টাকা কামাইয়াছেন তাহা তো রাজ্যের সাধারণ মানুষও জানেন। কিন্তু, রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হইলে প্রথমেই পুলিশ, ভিজিল্যান্স দপ্তরকে শক্তিশালী করিতে হইবে। পুলিশের খোলনলচে বদল করিতে হইবে। বামফ্রন্ট আমলের পুলিশের কাঠামোর তো কোনও পরিবর্তন হয় নাই। পুলিশ যদি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী না হয় তাহা হইলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করা যাইবে না। যে সরিষা দিয়া ভুত তাড়ানো হইবে সেই সরিষাতেই যদি ভূত থাকে তাহা হইলে ভূত সরিবে কিভাবে? দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামিয়াছে পুলিশ। অভিযুক্ত বাদল চৌধুরী হাওয়া হইয়া গেলেন। কিভাবে পুলিশের নজর এড়াইলেব? এই অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিবে এই পুলিশ দিয়া কিভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা যাইবে। একথা তো অনেক বেশী সত্যি যে, পুলিশকেই মানুষ জানে ঘুষখোর হিসাবে। টাকা ছাড়া পুলিশে কাজ হয় নাা। বিপদে পড়িয়া যাহারা পুলিশের দ্বারস্থ হইয়াছে তাহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। তাই বিপদে পড়িয়া পারতপক্ষে কেউ পুলিশের উপর ভরসা করিতে চায় না। সেই পুলিশকে ফাঁকি দিয়া প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী হাওয়া হইয়া গেলেন?

আজ ত্রিপুরায় পুলিশের ভূমিকা নিয়া খোদ সরকারই প্রশ্ন তুলিয়াছে। এই পুলিশের উপর রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি কিভাবে নির্ভর করা যায় সেই প্রশ্ন তো আছেই। রাজ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই সফল করিতে হইলে দোষিদের বা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হইলে পুলিশে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার অনেক বেশী প্রয়োজন। নিশ্চয়ই নতুন সরকার অভিজ্ঞতার নীরিখে বুঝিতে পারিয়াছেন দুর্নীতির নায়কদের শায়েস্তা করিবার শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরী করিতে হইবে। দেরীতে হইলেও এই উপলব্ধি হয়ত আসিবে রাজ্য পুলিশকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে। নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ কি দেখিতেছে? সাধারণ মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। ঠেলার নাম বাবাজী হইল পুলিশের আসল ওষুধ। এই তো কিছুদিন আগে গৃহবধূ গণধর্ষিতা হইয়া বিভিন্ন থানায় দৌঁড়াইয়াছেন। কিন্তু, থানা মামলা নেয় নাই। পরে যখন চারিদিকে ধিক্কার উঠিল পুলিশের ভূমিকায় নিন্দায় মানুষ সোচ্চার হইল তখন অনেকখানি বাধ্য হইয়া মামলা নিল। তখনও কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে সেই রকম ভয়ংকর শাস্তির খড়গ নামিয়া আসে নাই। অসহায় মানুষের সঙ্গে পুলিশের নির্মম ব্যবহারের কথা তো আর বলিয়া লাভ নাই। বিপদে পড়িলে পুলিশ আগাইয়া গিয়াছে এমন নজীর খুব কম। ঘুষের টাকায় স্ফীত হয় যাহারা তাহাদের কাছে মনুষ্যত্ব, মানবতার লেসশও থাকে কিনা সন্দেহ। সেই পুলিশের উপর কতখানি ভরসা করা যায় সেই প্রশ্ন অনেক আগেই উঠিয়াছে।

সম্পত্তির জন্য বাবাকে পুড়িয়ে মারল ছেলে

মহিষাদল, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ছেলের হাতে খুন বাবা। শনিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মহিষাদল থানা এলাকার বেতকুন্ডু গ্রামে। সস্ত্রীক গুণধর ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হরিপদ মল্লিকের(৭৫) সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল ছেলে নারায়ণ মল্লিক-এর। সম্পর্কের অবনতির ফলে দুইজনে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। বাবা হরিপদ মল্লিক বাস্তু ভিটে বেতকুন্ডু গ্রামে বসবাস করতেন। অপরদিকে ছেলে নারায়ণ পাশের গ্রাম গোপালচকে পরিবারকে নিয়ে থাকতেন।

শনিবার রাতে বাবা হরিপদ মল্লিক নিজের বাড়িতে জানালা খুলে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন সময় বড় ছেলে নারায়ণ মল্লিক বাবার গায়ে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ঘটনাটি এলাকাবাসীরা দেখতে পেয়ে হরিপদবাবুকে উদ্ধার করেন। তবে ততক্ষণে মৃত্যু হয় হরিপদবাবুর। স্থানীয় বাসিন্দারা মহিষাদল থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে হরিপদ বাবুর মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত বড় ছেলে ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই হত্যাকাণ্ডের জেরে গোটা গ্রাম রবিবার সকালেও থমথমে ছিল।

আরেকদফা সুদ কমলো ব্যাঙ্কে প্রবীণদের

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

দুর্গাপুজোর রেশ কাটতেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা, বিশেষ করে প্রবীণরা যাঁরা সুদের ওপর নির্ভর করে দিন গুজরান করেন তাঁরা আরেকদফা ধাক্কা খেলেন। দেশের অর্থনীতির চাকা এখন গভীর গাড্ডায়। এই গাড্ডা থেকে চাকা তুলবার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মিলেমিশে রেপো রেট কমানো (স্বল্প মেয়াদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে যে সুদে ধার দেয়, ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ, বাজারে টাকার যোগান বাড়াতে সরকার ব্যাঙ্ক গুলিকে রিক্যাপিটালাইজেশনে (ঋণ ও ইক্যুয়িটির পুনর্বিন্যাসে যে টাকা দেওয়া হয়।) প্রায় সোয়া পঞ্চান্ন লক্ষ্য কোটি টাকা দেবে, কর্পোরেট করে ছাড় সহ অনেক 'বুস্টার' ভোজের দাওয়াই দিচ্ছেন। কিন্তু, আইসিইউতে থাকা অর্থনীতি বিভিন্ন ডিগ্রিধারী 'অর্থনৈতিক চিকিৎসকদের ওষুধে সাড়া দিচ্ছে না। যদিও ডাক্তারবাবুরা বলছেন, না রোগী তো ভালো সাড়া দিচ্ছে-দু-চারের মধ্যে জেনারেল বেডে শিফট করা হবে। আর আমজনতা সরকারী পরিসংখ্যানেই দেখছে জিডিপি'র হোঁচট খাওয়া, যা গত পাঁচটি ত্রৈমাসিক ফলাফলের প্রতিটিতেই হোঁচট খেতে খেতে নেমে এসেছে ৫ শতাংশে। এসব কথা ছেড়ে আমরা আসি শুরুর কথায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এখন 'রেপো রেট' কমানোর ধামকা চলছে। এ বছর ইতিমধ্যেই শীর্ষ ব্যাঙ্ক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পাঁচবার রেপো রেট কম করেছে। শোনা যাচ্ছে এ বছরের শেষে আরও একবার রেপো রেট কমানো হবে। আর এই রেপোরেট কমানোতে গাড়ি, বাড়ি ও ছোট, মাঝারি শিল্পের ঋণ গ্রাহকরা ঋণের সুদে একদিকে যেমন সুবিধা পাচ্ছেন তেমনি আয়ে (সুদ বাবদ বিভিন্ন আমানতে প্রাপ্ত টাকা) টান পড়ছে আমানতকারীদের, বিশেষ করে সেই সব প্রবীণদের যাঁরা নির্ভর করেন সুদের টাকায়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 'দাদা' স্টেট ব্যাঙ্ক বা এসবিআই ১০ অক্টোবর জানিয়েছেন ২ কোটি টাকার কম আমানতে ১ থেকে ২ বছর মেয়াদে ১০ বেসিস পয়েন্টে সুদ কমছে। প্রবীণ নাগরিকরা পাবেন ৬.৯ শতাংশে (বাড়তি ০.৫ শতাংশ সহ), আর সাধারণের জন্য ৬.৪ শতাংশ। আর আমানতের অঙ্ক দুই কোটির বেশি হলে এই সুদের হার কমে হবে-৩ শতাংশ এবং ৬.৫ শতাংশ (প্রবীণদের জন্য) এখানেই শেষ নয়, সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদ ৩.৫০ শতাংশ থেকে কমে হচ্ছে ৩.২৫ শতাংশ। আর স্টেট ব্যাঙ্কের পোঁ ধরে অন্যান্য বাণিজ্যিত ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের সুদ ইতিমধ্যেই ছেঁটে দিয়েছে। ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত নগদের কারণে সেভিংস ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের সুদ কমাতে হচ্ছে।

৪ অক্টোবর আরবিআই রেপো রেট কমানোর পর এখনই এই হার ৫.১৫ শতাংশ যা বহু বছরের সর্ব নিম্নস্তর। ২০০৯ সালে বিশ্বজুড়ে মন্দার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইতিহাস রেপো রেট সবচেয়ে কম হয়েছিল ৪.৭৫ শতাংশ (অর্থমন্ত্রী ছিলেন সেসময় প্রণব মুখার্জি)।

সত্যিই যদি আগামীদিনে ব্যাঙ্কের সুদেরহার আরও কমে তবে সুদের উপর নির্ভরশীল আমানতকারী, প্রবীণদের যে অসুবিধা হবে তা ভেবে কিছুটা হলেও আর্থিক সুরক্ষা নিয়ে অনেক পরিবারই চিন্তিত। সরকারি সামাজিক সুরক্ষা এখনও নেই, আগামীদিনে আপনি এই সুরক্ষা পাবেন—এই ভেবে নিজের দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই। তা হলে পথ কি? ব্যাঙ্কের দরজায় মাতা না কুটে ভাবতে হবে নতুন রাস্তা-যে রাস্তায় আপনি এতদিন হাঁটেননি বা হাঁটতে চাননি। আমরা এখন সেই রাস্তার খোঁজে বের হচ্ছি। চেনা রাস্তার বাইরে বলতে আমরা বুঝি শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড ইত্যাদিতে লগ্নী। যেসব প্রবীণ এতদিন পর্যন্ত বাজারভিত্তিক এসব লগ্নী করেননি তারা এই রাস্তায় কতটা স্বচ্ছ ন্দে হাঁটতে পারবেন তা নিয়ে অনেকেরই জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েছে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থেকে সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে হবে। যদি আপনার শেয়ার বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকে, আর নতুন রাস্তায় হাঁটার সাহসী প্রত্যয় থেকে তবেই ভাবতে পারেন এসবক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা। সাহসীরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। তবে সাহস বা বিশশ্বাস থাকা ভালো, কিন্তু অতিবিশ্বাস আবার রাস্তায় নামিয়ে দেয়। এজন্য নিজে ভেবে সবদিক চিন্তা করে এ পথে যাত্রা শুরু করতে পারেন তবে একশোবার অবশ্যই ভেবে।

এখনও ডাকঘরের, এলআইসি'র কয়েকটি যোজনা রয়েছে যা আপনাকে হয়তো কিছুটা হলেও ৮ থেকে ৮.৫ শতাংশ সুদের ভণসা দিতে পারে। আর আমানতের নিশ্চয়তা থাকবে পুরোপুরি। কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্ক এবং স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কর চেয়ে বেশি সুদ দিচ্ছে। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্কে টাকা রেখে কোন কারণে অসুবিধায় পড়লে আপনার রক্ষা কবচ মাত্র একলক্ষ সম্প্রতি পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র সমবায় ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের হয়রানি নিশ্চয় দৃষ্ট এড়ায়নি। (হ্যাঁ, এক লক্ষের রক্ষাকবচ রাষ্ট্রয়ত্ব ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও)

ডাকঘরের যেসব প্রকল্পগুলি এই বিপন্ন দিনে প্রবীণদের পাশে দাঁড়াতে পারে সেব নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা-

ডাকঘরের প্রবীণ সঞ্চয় প্রকল্প বা সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম (এনসিএসএস): ৬০ বা তারে বশি বয়েসীদেরনিশ্চিত আয়ের একটা বড় ভরসাস্থল এই প্রকল্প। একন সুদের হার ৮.৬ শতাংশ সুদ জমা হয় এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর আর জানুয়ারিতে। টিডিএস বা উৎসমূলেই কর কাটা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ৫বছর ৩ বছর বাড়ানো যায়। প্রকল্পে যোগদানের বয়স ৬০ বা তরে বেশি। তবে স্বেচ্ছাবসরের ক্ষেত্রে ৫৫ বছর। সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা,যুগ্মভাবে ৩০ লক্ষ টাকা। আর শুধু ডাকঘরে নয়, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায়।

এমআইএসঃ মাসে মাসে সুদ নেবার ইচ্ছে থাকলে আপনাকে বেছে নিতে হবে ডাকঘরের মাসিক আয় প্রকল্প বা মান্থলি ইনকাম স্কিম। বর্তমানে সুদের হার ৭.৬ শতাংশ। তবে এই প্রকল্প শুধুমাত্র প্রবীণদের জন্য তা নয়, সবাই এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন। এককভাবে সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ সাড়ে চার লক্ষ টাকা, যৌথভাবে নয় লক্ষ টাকা। ৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প থেকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বেরিয়ে আসতে চাইলে পুরো টাকা ফেরত পাওয়া যায় না। এক বছরের পর কিন্তু তিন বছরের মধ্যে টাকা তুলে নিলে মূল টাকার ২ শতাংশ আর তিন বছর পরে তুলে নিলে ১.৫ শতাংশ টাকা কাটা যায়।

এখানে উল্লেখ, প্রবীণ সঞ্চয় প্রকল্পে নির্দিষ্ট সীমার আগে টাকা তুলে নিলে এইভাবে টাকা কেটে নেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী বয়ং বন্দনা যোজনা পিএমভিভিওয়াই): ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন পরিচালিত প্রধানমন্ত্রী বয়ং বন্দনা যোজনা ২০১৪ সাল চালু হয়েছে। এটি কিন্তু পেনশন যোজনা। মেয়াদ না বৃদ্ধি করলে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু থাকবে। শুধুমাত্র প্রবীণদেরজন্য দশ বছর মেয়াদি এই পেনশন যোজনায় সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা যায়। সুদ ৮ শতাংশ, পেনশন পাওয়া যায় মাসে মাসে, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিকভাবে। সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা এই যোজনা ঢাললে প্রতিমাসে সুদ পাওয়া যায় ১০ হাজার টাকা।

আমানতকারীর মৃত্যুতে লগ্নীর টাকা মনোনীত ব্যক্তি পেয়ে যান। ১০ বছরের আগে এই প্রকল্প থেকে বের হয়ে আসা যায় চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর মত কয়েকটি কারণে। তবে লগ্নীর পুরো টাকা ফেরত পাওয়া যায় না, ২ শতাংশ টাকা কেটে নেওয়া হয়।

এসব যোজনার কথা আমরা চুম্বক আকারে বললাম। মনোনয়নের সুবিধা যেমন উপরের উল্লিখিত সবগুলি প্রকল্প রয়েছে, কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, প্রকল্পের আরও খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে তবেই বিনিয়োগের পতে এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি সেসব বিনিয়োগে কোন ঝুঁকি নেই। শেয়ার বাজারে, মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ডের ব্যাপারে যেসব প্রবীণদের ধারমা কম বা কোনরকম ঝুঁকি নিতে চান না তাদের পক্ষে সুদের পড়ন্ত বাজারে উল্লিখিত প্রকল্পে বিনিয়োগ নিশ্চয়তা দেবে। তবে যারা অল্পবিস্তর ঝুঁকি নিতে চান অথবা যাদের শেয়ার বাজারে মিউচুয়াল ফান্ডে আগ্রহ আছে তাঁরা নিশ্চিত সুদের আয়ের পাশাপাশি বাজারের ওঠানামার সঙ্গে সম্পর্কিত শেয়ার,মিউচুয়াল ফান্ড বা বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডের চেয়ে সরকারি বন্ড নিশ্চিত রিটার্নের গ্যারান্টি। যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৭ বছরের সেভিংস বন্ড রয়েছে। এই বন্ডে বিনিয়োগে ৭.৭৫ শতাংশ বার্ষিক রিটার্ন নিশ্চিত, নেই বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা। এই বন্ড, কিন্তু করমুক্ত নয়। স্টেট ব্যাঙ্ক সহ নির্ধারিত কিছু ব্যাঙ্কে এই বন্ড পাওয়া যায়। শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ডের রিটার্নে যে বাজারি অস্থিরতা রয়েছে বন্ডের ক্ষেত্রে সেই অস্থিরতা অনেকটা কম। শেয়ার কেনা মানে কোন কোম্পানির অংশীদারিত্ব কেনা, আর বন্ডে কোম্পানি বা সরকার আপনার থেকে ঋণ নিচ্ছে। কেন্দ্র, রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বাজারে ছেড়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে সাধারণের কাছ থেকে ঋণ নেয়। তবে বন্ডের জন্য প্রয়োজন ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্ট। অনেক সময় সরকারি সংস্থা কখনও কর মুক্ত বন্ডও বাজারে ছাড়ে। এছাড়া রয়েছে 'ডেট মিউচুয়াল ফান্ড, যেখানে ঝুঁকি কম। গিল্ট ফান্ড ভাবনায় আসতে পারে। যেকোন বিনিয়োগের আগেই বিশেষ করে প্রবীণদের কয়েকটি বিষয় ভেবে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রথমে ভাবতে হবে আপনার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে আপনি বাজারের ঝুঁকি নেবেন, বা নেবেন না, বা নিলেও কতটা নেবেন, আপনার নগদের প্রয়োজন কতটা, সাংসারিক দায়িত্ব পাল নের পরেও কি হাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে তাহলে সেই উদ্বৃত্তের লগ্নীর সটিক রাস্তা কোনটি ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনিয়োগের ব্যাপারে রাস্তাঘাটে, পার্কে অনেক উপদেশ পাবেন। কিন্তু সব উপদেশে কান না দেওয়া ভালো। নিজেরবিচার, বিবেচনা, প্রয়োজনে সঠিক ব্যক্তির পরমার্শ নিন। সামনের দিন মসৃণ হবার সম্ভাবনা কম---এখন থেকেই কোমর বাঁধতে হবে, কেননা, আগামীদিনে নীরব মোদি, বিজয় মালিয়ার মত আর কতজন ব্যাঙ্ক 'লুঠ' করবে বেহিসাবি ঋণ দেবারজন্য তা জানা নেই। তাঁরা লুঠবেন, আপনারা মাশুল দেবেন।

আলোচনার শেষে এটুকু বলা ভালো-এই প্রতিবেদন মূলত প্রবীণদের জন্য। বয়স যাদের এখনও ৬০ বছর ছোঁয়নি তাঁদের লগ্নীর পথ অনেকচাই আলাদা। তাঁদের আজকের লগ্নী আগামীদিনের পাথেয়। তবে মনে রাখতে হবে রোজগারের প্রথমদিন থেকেই লগ্নীর সঠিক পথগুলি চিনে নিতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গ্রামে গ্রামে ভয়ঙ্কর অরাজকতা

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্বশাসিত সংস্তা, নির্বাচন কমিসন সকলেই উদ্দেশ্য সাধু। সবাই সাধারণ মানুষে র জন্য ভালো ভালে াকাজ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবের মন্দ ফল হচ্ছে। মন্দ ফল মানে,সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি হচ্ছে হয়রানি, হেনস্থা এবং অর্থদণ্ড।

এসবরে জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করা যায় না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের কোথায় কী অন্যায় হচ্ছে তা তাদের পক্ষে খোঁজ নেওয়া এবং তার প্রতিকার করা সম্ভব নয়।

সেই কাজ করতে পারে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ ও ব্লক ভিত্তিক কর্মীরা। তারা তা করে না, করছে না। জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য বিজেপি কর্মীদের এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যে কোনও কারণেই হোক লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ বড় ঘা খেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের যদি মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার প্রতিকারে দাঁড়াতে দেখা যেত তাহলে এই দলের ক্ষয়িষ্ণু জনপ্রিয়তা হয়তো ফেরানো যেত।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ফিরতে চায়। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে চায। সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সমস্যার প্রতিবারে তার অগ্রণী হাল সেই লক্ষ্যের দিকে তাদের এগোবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হত। কিন্তু সেই কাজে তাদের অবহেলা ও উদাসীনতা বড়ই স্পষ্ট। এর ফলে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা বিপজ্জনক শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী আশা ছিল, ওই দুই দলের কর্মীরা এইসব কাজকে গুরুত্ব দেবেন। কিন্তু তা হচ্ছে না। এটা দেখে আদিত্য হতাশ নন। এই ব্যাপারে বামপন্থী ও কংগ্রেস কর্মীদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা আদিত্যর হতাশার কারণ।

একথা সত্য যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির তুলনায় বাম এবং কংগ্রেসের শক্তি অনেক কম। তবুও সেই সামান্য শক্তি নিয়ে তারা মাঠে নামলে মানুষের কাথে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ফের সৃষ্টি হত। এটাই আদিত্যর বিশ্বাস।

এবার আদিত্যর পরিচয় দেওয়ার সময় হয়েছে। সে নিজেই বলে থাকে সে এমন কোনও মহাপুরুষ নয়, যার বক্তব্য বাণীতে পরিণত হতে পারে। তাছাড়া সে নোবেল পুরস্কার পায়নি, ক্রিকেটকর্তাও হয়নি, পাঁচতলা উঁচু দুর্গা মন্ডপের মডেলও নয়,তার গণ্ডা ডিজে বাজিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রার আয়োজন করার মুরদও তার নেই। সে একান্তই একটা ফালতু লোক। তাকে পলাশী গ্রামের চাষা বললে সে খুশি হয়।

চাষা হলে কি হয়, সে একজন সচেতন মানুষ। তার দেশ বুক পোস্টগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি সে পোস্ট করেছে, সারা দেশে নেতা মন্ত্রীরা কত আরামে আছেন। যত হয়রানি সব সাধারণ মানুষের নানা পথে এদের ব্যতিব্যস্ত রাখা হচ্ছে। এটি পড়ে মনে হল, আদিত্যর ক্ষোভের কারণ অস্পষ্ট তাঁই ঝাঁকি মেরে তার মনের খেদ বোঝার চেষ্টা করলাম তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাধারণ মানুষের নানা পথে এদের ব্যতিব্যস্ত রাখা হচ্ছে।

জবাবে আদিত্য একে একে অনেক কথা বলল। সেগুলির মধ্যে একটি বিষয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত কমিশনের সিদ্ধান্তে ভোটার তথ্য যাচাই হল। এখনও হচ্ছে। তার দুটির মধ্যে তফাত আছে। প্রথম ক্ষেত্রে ভোটারকে অনলাইনে কাজটি করতে হয়েছে। অথবা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে। আদিত্যর বক্তব্য, গ্রামের অনেক লোক অনলাইন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন খায় না মাথায় মাখে জানে না। জানবার সময় নেই। তারা সারা বছর চাষবাস, সেচ, সার, কীটনাশক, ন্যূনতম ন্যায্য দাম এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এইসব ব্যাপারে গ্রামের লোককে শান্তি ও স্বস্তি দেওয়ার জন্য সরকার কী করছে তা গ্রামের লোকেরা ঠাহর করতে পারছে না।

তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, কৃষিপ্রধান গ্রামীণ অর্থনীতির দুঃসময় চলছে। হিমঘরে আলু আছে, খদ্দের নেই। ব্যতিক্রম কাঁচা আনাজের দামে। তবে সেটা সাময়িক। তাতে গোঁজামিল। চাষি এক পাল্লা ট্যাঁড়শ বেচছে ১৫০ টাকা দামে। মানে এক কিলোর দাম পড়চে ৩০ টাকা। সেই ট্যাঁড়শ কয়েক হাত ঘুরে ৮০ টাকা কিলো দরে খুচরো বিক্রি হচ্ছে। মাধকান থেকে চাষির মেহনত এবং পুঁজির প্রতি কিলোয় ৫০ টাকা গায়েব। এইরকম নানা ধাক্কায় গ্রামের লোক যখন দিশাহারা তখন তাঁদের কাঁধে চেপে বসেছে। একের পর এক দানব। সেই দানবের নাম, লিঙ্ক। ডিজিটাল রেশন কার্ড, মোবাইল, আধার, ভোটার তথ্য যাচাই---এইরকম একের পর এক লিঙ্কের লম্বা ফর্দা। সর্বত্র লম্বা লাইন। রোদে ভ্যাপসা গরমে মানুষের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। অর্থদণ্ড তো আছেই। এইসব কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে লুঠপাট, ভয়ঙ্কর অরাজকতার স্তরে পৌঁছে গেছে।

ধরুন সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ভোটার তথ্য যাচাই। যে যেমন পারছে লুটে নিচ্ছে, ১০, ৫০, ১০০ টাকা। কেন এমন হবে? নির্বাচন কমিশন যে খরচ নির্দিষ্ট করেছে তার সরকারি বিজ্ঞপ্তি সাইবার ক্যাফেগুলিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে মানুষ অনাবশ্যক খরচ তেএক রক্ষা পেত।

এতো গেল অর্থদণ্ডের কথা। কাজটা করাতে গেলে কী কী নথি দরকার। যে যেমন পারছে বলে দিচ্ছে। অথচ কমিশন বলে দিয়েছে, আধার কার্ড, এপিক, প্যান ইত্যাদি যে কোনও একটি নথি যথেষ্ট। কিন্তু সে কথা শুনছে কে? কেউ যদি বা বলেছে তো ক্যাফেওয়ালা অগ্নিশর্মা। তার সপাট জববা, যান, দিল্লি গিয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে করিয়ে আনুন।

এসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে এনআরসি'র ভুয়ো আতঙ্ক। ফলে দলিল,দস্তাবেজ, খতিয়ান, হাল পড়চা যোগাড় করতে বিডিও এবং ভূমি দফতরে জনস্রোত। দালাল চক্র মওকা লুঠছে। লাইনে দালালদের তিন, চারজন করে ছোকরা মোতায়েন। তারা ফর্ম ভর্তি করার এবং জমা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে। প্রতি ফর্মের জন্য চাঁদা ২০০ টাকা। অথচ সরকারের ধার্য খরচ মাত্র ১০ টাকা।

যে লোক বিষয়কর্মের জন্য বাইরে থাকে সে কতদিন কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ির ভাত খাবে? অতএব হাল পড়চা হস্তগত করতে তার তাড়া আছে।

তার জন্য চিন্তা নেই। খরচ মাত্র ১০হাজার টাকা। সাতদিনের মধ্যে হাতে পড়চা। অন্যাথায় কবে তা পাওয়া যাবে তা কেউ বলতে পারে না।

গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক এই ধরনের নানা অনাবশ্যক অশুভ চক্রে পড়ে নাজেহাল হচ্ছে। বিনা অপরাধে অর্থদণ্ড দিচ্ছে। তাদের এই অপমান ও বঞ্চনার কথা শোনার কেউ নেই। প্রতিকারেরও কোনও পথ নেই।

একেই আদিত্য বলছেন, গ্রামে গ্রামে এক ভয়ঙ্কর অরাজকতা, কায়েম হয়েছে। এইসব শোষক, পরজীবী, ঘুষখোর, দালালল চক্রের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস,বিজেপি, বামপন্থী এবং কংগ্রেসিরা কোথাও প্রতিবাদ সংগঠিত হরছে না। ফলে সাইবার ক্যাফেওয়ালা থেকে ভূমি রাজস্ব দফতরে কিছু লোকের একন শেষমাস চলছে।

আদিত্যর আক্ষেপ, ওই চারটি দলের লোকেরা কানে তুলো চোখে ঠুলি এঁটে যদি বসেই থাকবে তা হলে মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজন আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাবে। এটা তারা আর কবে বুঝবেন?

সেই কাজ করতে পারে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ ও ব্লক ভিত্তিক কর্মীরা। তারা তা করে না, করছে না। জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য বিজেপি কর্মীদের এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যে কোনও কারণেই হোক লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ বড় ঘা খেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের যদি মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার প্রতিকারে দাঁড়াতে দেখা যেত তাহলে এই দলের ক্ষয়িষ্ণু জনপ্রিয়তা হয়তো ফেরানো যেত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি হ্যাক করে অবমাননাকর বক্তব্য ছড়ানোর পর বাংলাদেশের বোরহানউদ্দিন উপজেলায় দফায় দফায় সংঘর্ষে নিহত ৪ পুলিশ সহ আহত শতাধিক বিজিবি মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২০।। ভোলার বোরহানউদ্দিনে এক হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি 'হ্যাক করে অবমাননাকর' বক্তব্য ছড়ানোর পর 'মুসলিম তাওহিদী জনতা'র ব্যানারে সমাবেশ থেকে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে কয়েকশ মানুষ।রোববার বেলা পৌনে ১১টা থেকে বোরহানউদ্দিন উপজেলা সদরে দফায় দফায় সংঘর্ষে এক মাদ্রাসাছাত্রসহ অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১০ পুলিশ সদস্যসহ শতাধিক।

ভোলার পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার জানিয়েছেন, এই সংঘর্ষের মধ্যে পুলিশের দিকে গুলিও ছোড়া হয়েছে। তাতে একজন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বোরহানউদ্দিনে জরুরি ভিত্তিতে ৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক মাসুদ আলম সিদ্দিক জানিয়েছেন।

বোরহানউদ্দিন ঈদগাহ মাঠে ওই সমবেশ ডাকা হয়েছিল বিপ্লব চন্দ শুভ নামের এক যুবকের বিচারের দাবিতে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ফেইসবুক মেসেঞ্জারে নবী ও ইসলাম নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছেন।অথচ ওই যুবক শুক্রবারই ফেইসবুক আইডি 'হ্যাকড' হওয়ার কথা জানিয়ে জিডি করতে গিয়েছিলেন বোরহানউদ্দিন থানায়। তদন্তে নেমে দুইজনকে আটক করার পর পুলিশ তার কথার সত্যতাও পেয়েছিল।সে অনুযায়ী শনিবারই স্থানীয় আলেমদের সঙ্গে কথা বলে রোববারের বিোভ সমাবেশের কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেছিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।আলেমরা তখন সম্মতি দিলেও রোববার সকালে ঠিকই সমাবেশ শুরু করা হয় এবং সেখান থেকে হঠাৎ করেই পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানো হয় বলে বোরহানউদ্দিন থানার ওসি এনামুল হক জানান। তিনি বলেন,বোরহানউদ্দিন ঈদগাহ মসজিদের ইমাম মাওলানা জালাল উদ্দিন এবং বাজার মসজিদের ইমাম মাওলানা মিজানকে বিোভ সমাবেশ না করতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তারপরও শুরু করায় সাধারণ মানুষ আসার আগেই সেটা বন্ধ ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল।

আমাদের অনুরোধে দুই ইমাম সকাল ১০টার দিকেই উপস্থিত লোকজনকে নিয়ে মোনাজাতের মাধ্যমে বিোভ মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু ততণে বোরহানউদ্দিনের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এসে ঈদগাহে জড়ো হয়েছে।এক পর্যায়ে তারা দুই ইমামের ওপর প্তি হয়ে ওঠে এবং সেখানে থাকা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ তখন আত্মরার জন্য মসজিদের ইমামের কে আশ্রয় নেয়।ওসি বলেন, উত্তেজিত জনতা পুলিশকে ল করে বৃষ্টির মত ঢিল ছুড়ছিল। এক পর্যায়ে পুলিশ আত্মরার জন্য শটগানের ফাঁকা গুলি ছোড়ে। কিন্তু তাতে তারা আরও উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বিোভকারীদের সংঘর্ষ হয় এবং হতাহতের ঘটনা ঘটে।নিহতরা হলেন বোরহানউদ্দিন উপজেলার মাদ্রাসা ছাত্র মাহবুব পাটোয়ারি, উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজছাত্র শাহিন, বোরহানউদ্দিন পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাহফুজ পাটোয়ারি এবং মনপুরা হাজিরহাট এলাকার মিজান।

বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসক মো. শাহীন জানিয়েছেন, গুলিতে নিহত শাহীন ও মাহবুবের মৃতদেহ তার হাসপাতালে নেওয়া হয়।আর বাকি দুজনকে মৃত অবস্থায় ভোলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয় বলে জেলার সিভিল সার্জন রথীন্দ্রনাথ রায় জানান।আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ভোলা সদর হাসপাতাল ছাড়াও কয়েকজনকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।আর গুলিবিদ্ধ এক পুলিশ সদস্যকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে জানিয়ে ভোলার পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার বলেন, সমাবেশকারীদের ছোড়া গুলি ওই পুলিশ সদস্যের বুকে লাগে।

আমরা হ্যাকের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে আটক করেছি। আমরা এ নিয়ে গত রাতে স্থানীয় আলেমদের সাথে কথা বলেছি। তারা বলছে আজকের প্রোগ্রাম হবে না। কিন্তু সকাল থেকে আমাদের কাছে খবর আসে সেখানে মাইকিং হচ্ছে এবং স্টেজ বানানো হচ্ছে।সেখানে গিয়ে আমরা উপস্থিত মুসল্লিদের সাথে কথা বলেছি এবং আমি নিজে সেখানে বক্তব্য দিয়েছি। তারা সবাই আমার বক্তব্য শুনেছে। যখন আমি স্টেজ থেকে নেমে আসি তখন একদল উত্তেজিত জনতা আমাদের ওপর হামলা চালায়।পুলিশ সুপার জানান, তারা যখন ইমামের কে আশ্রয় নিয়েছিলেন, হামলাকারীরা ওই ঘরের জানালা ভেঙে ফেলে।ওই পরিস্থিতিতে পুলিশ শটগানের গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়।

বোরহানউদ্দিনের উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কালাম বলেন,সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা ছিল বেলা ১১টায়। কিন্তু আয়োজকরা সাড়ে ১০টার মধ্যে সমাবেশ শেষ করে দিলে অংশ নিতে আসা জনতা প্তি হয়ে ওঠে।আমি বেলা পৌনে ১১টার দিকে পৌঁছে দেখি, তখনও বড় বড় মিছিল নিয়ে অনেকে সমাবেশে অংশ নিতে আসছিল। সমাবেশে উপস্থিত লোকজন পুলিশের দিকে ঢিল ছুড়ছিল।

ওসি এনামুল হক জানান, সংঘর্ষের পর পুরো জেলায় উত্তেজনা চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বোরহানউদ্দিনে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।সংঘর্ষে হতাহতের খবর পাওয়ার পর হেলিকপ্টারে করে বিজিবি সদস্যদের ভোলায় পাঠানো হয়েছে বলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদরদপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম জানান।

বিপ্লব চন্দ শুভ নামের ওই যুবকের বিচার দাবিতে শনিবার সকালেও বোরহানউদ্দিনের কুঞ্জেরহাট বাজারে মানববন্ধন এবং থানার সামনে বিোভ হয় 'মুসলিম তাওহিদী জনতা'র ব্যানারে।

তার আগেই শুক্রবার রাতে বোরহানউদ্দিন থানায় যান ওই যুবক। তিনি বলেন, তার ফেইসবুক আইডি হ্যাকারের কবলে পড়েছে।স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, শুক্রবার বিকাল থেকে ফেইসবুকে শুভর মেসেঞ্জারের একটি 'স্ক্রিনশট' ছড়ানোর শুরু হয়, যেখানে ইসলাম ধর্ম ও নবীকে নিয়ে কটূক্তি ছিল। ওই 'স্ক্রিনশট' ব্যবহার করেই রোববারের সমাবেশে সবাইকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি তদন্তের জন্য ওই তরুণকে থানা হেফাজতে রেখে দেওয়া হয়। পরে স্থানীয় আরও দুইজনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। তদন্তে নেমে পুলিশ শুভর আইডি থেকে মেসেঞ্জারে আরও কিছু কথপোকথন পায়, যেখানে একজন লিখেছেন, তিনি আইডিটি হ্যাক করেছেন এবং সেটা ফেরত চাইলে শুভকে ৫০০ টাকা দিতে হবে। যোগাযোগের জন্য একটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে সেখানে। ফেইসবুকে ধর্ম অবমাননা করার গুজব ছড়িয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা আগেও ঘটেছে।২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় হামলা চালিয়ে লুটপাটসহ ১২টি বৌদ্ধ মন্দির ও ৩০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে একদল লোক।২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে রসরাজ নামে এক মৎস্যজীবীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনে লোকজনকে খেপিয়ে তুলে ঘরবাড়ি ও মন্দিরে হামলা চালানো হয়।

বাংলাদেশের জনগণ ঐক্যফ্রন্টের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না : হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২০।। বিভিন্ন ইস্যুতে ঐক্যফ্রন্টের জনসভাকে স্বাগত জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ রোববার বলেছেন, তবে, জোটটি রাজনীতির মাঠে সক্রিয় না থাকায় দেশবাসী আর তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। রাজধানীর তথ্য ভবনে দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনের পর তিনি সাংবাদিকদের একথা বলেন।মন্ত্রী বলেন,ঐক্যফ্রন্ট রাজনীতির মাঠে ফেরার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা আন্দোলন করার মতো কোন ইস্যু পাচ্ছে না।

গণ-যোগাযোগ বিভাগ (এমসিডি) বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্ম পরিকল্পনার আওতায় জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার উপায় উদ্ভাবনের লে জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালাটির আয়োজন করে।

এমসিডি'র মহাপরিচালক মো. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড় মুরাদ হাসান ও তথ্য সচিব আব্দুল মালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন।

হাছান বলেন, গণতন্ত্র জোরদার করার জন্য আমরা শক্তিশালী বিরোধী দল চাই।

আমরা চাই, শক্তিশালী বিরোধী দল পার্লামেন্টে আমাদের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করার পাশাপাশি রাজপথেও সক্রিয় থাকুক।আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান বলেন, ঐক্যফ্রন্ট ভিন্ন জনসভা করছে। তবে, তারা আন্দোলন গড়ে তোলার মতো কোন ইস্যু পাচ্ছে না। এ জন্য অত্যন্ত তুচ্ছ বিভিন্ন ঘটনাকেই তারা ইস্যু বানাতে চাইছে।এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, দেশবাসী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পরপর তিন মেয়াদে নির্বাচিত করেছে। কিন্তু বিএনপি দাবি করছে যে সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা করার কোন নৈতিক অধিকার নাই। এটা নতুন না। আমরা বিগত ১১ বছরে ধরে একই কথা শুনে আসছি।

ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অভিযান সম্পর্কে হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র থেকে সব অনিয়ম ও দুর্নীতি নির্মূলের পদপে নিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে সকল দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আত্মকেন্দ্রিক না হতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, মানুষের মঝে দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের পাশাপাশি তাদের সুপ্ত মেধা বিকাশের মাধ্যমে উন্নত জাতি গড়তে হবে।তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। এজন্য আমরা দেশব্যাপী অবকাঠামো উন্নয়ন করছি। কিন্তু আমরা এমন একটি জাতি চাই যেখানে দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের প্রাধান্য থাকবে।

তথমন্ত্রী বলেন, মানুষ এখন কেবল নিজেদের নিয়েই চিন্তা করছে। এজন্য প্রতিনিয়ত সামাজিক সমস্যা বেড়েই চলছে। কিন্তু আমরা এ ধরনের সমাজ চাই না।

হাছান তথ্য কর্মকর্তাদের এমন একটি নতুন ও গতিশীল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আহ্বান জানান যাতে সেবাসমূহ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

তিনি সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার ব্যাপারেও কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী ড় মুরাদ হাসান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। তিনি এমন অনন্য অগ্রগতি সাধন করেছেন যে, যা প্রতিটিেে ত্র বিকশিত হয়ে জাতির মাঝে সমৃদ্ধি এনেছে।

একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে বক্তব্যের জন্য ব্যাপক সমালোচনার মুখে রাশেদ খান মেননের ব্যাখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২০।।একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে বক্তব্যের জন্য সমালোচনার মুখে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন।

রোববার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন,বরিশাল জেলা পার্টির সম্মেলনে আমার একটি বক্তব্য সম্পর্কে জাতীয় রাজনীতি ও ১৪ দলের রাজনীতিতে একটা ভুল বার্তা গেছে। আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ উপস্থাপন না করে অংশ বিশেষ উত্থাপন করায় এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।আগের দিন শনিবার বরিশালে দলীয় ওই কর্মসূচিতে গত ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন নিয়ে বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় আসেন মতাসীন ১৪ দলের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা মেনন।তিনি বলেছিলেন,আমিও নির্বাচিত হয়েছি। তারপরও আমি স্যা দিচ্ছি, ওই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। এমনকি পরবর্তীতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারেনি দেশের মানুষ।

একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিএনপি জোটের এতদিনের অভিযোগের সমর্থনে তার এ বব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল আলোচনা চলছে। আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে ঢাকা-৮ আসনে তিন দফায় নির্বাচিত মেনন এবার মন্ত্রিত্ব না পেয়ে এখন এই কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেন অনেকে।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও তার এ বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন।গত মন্ত্রিসভার সহকর্মী মেননের উদ্দেশে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন,তিনি যদি বলেই থাকেন, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এতদিন পরে কেন? এই সময়ে কেন? নির্বাচনটা তো অনেক আগে হয়ে গেছে। আরেক প্রশ্ন সবিনয়ে- মন্ত্রী হলে কি তিনি এ কথা বলতেন? আর কোনো কিছু বলতে চাই না।

মেনন কেন এ বক্তব্য দিয়েছেন, তা আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে জানতে চাওয়া হবে কি না- এমন প্রশ্নে ওবায়দুল কাদের বলেন,আমাদের ১৪ দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম সাহেব, সেটা আমরা তার কাছে জানতে চাইব।কাদেরের এই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মাথায় দেওয়া ওই বিবৃতিতে মেনন বলেন,আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এ যাবতকালের নির্বাচন ১৪ দলের সংগ্রামেরই ফসল এবং সরকারও গঠিত হয়েছে ১৪ দলের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। আজকে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার যে বিপদ বিদ্যমান তাকে মোকাবেলা করতে ১৪ দলের ওই সংগ্রামকেই এগিয়ে নিতে হবে।এর আগে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর দেওয়া বক্তব্যেও একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছিলেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেন মেনন।

ওই বক্তব্য উদ্ধৃত করে বিবৃতিতে বলা হয়,একাদশ সংসদের সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাটি সুখকর নয়। বিএনপি-জামাত নির্বাচনে আসলেও নির্বাচনকে ভণ্ডুল করা, নিদেন পে জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার কৌশল প্রয়োগ করেছে নির্বাচনে।এটা যেমন সত্য তেমনি এ ধরনের পরিস্থিতিতে অতি উৎসাহী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বাড়াবাড়ি করতে পারে। কিন্তু তাতে এই নির্বাচন অশুদ্ধ বা অবৈধ হয়ে যায় না।শনিবারের বক্তব্য নিয়ে বিবৃতিতে মেনন বলেন,বক্তৃতায় আমি বলেছি, স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে এ যাবত জিয়া-এরশাদ-বিএনপি-জামাত আমলের ধারাবাহিক অনিয়ম অব্যবস্থাপনা ও মতার অপব্যবহার ঘটেছে। বিভিন্ন সময় আমি প্রার্থী হিসেবে এ সকল ঘটনার সাী।আমি বলেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মিলে ভোটাধিকার ও ভোটের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আমরা যে লড়াই করেছি তা যেন বৃথা না যায়, সেজন্য নির্বাচনকে যথাযথ মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

সোনাদিয়ায় কোন শিল্পকারখানা স্থাপন না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২০।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোনাদিয়ায় কোন ধরণের শিল্প কারখানা স্থাপন না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেছেন, কক্সবাজারের এই দ্বীপটিতে শুধুমাত্র ইকো ট্যুরিজম উন্নত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার বিকেলে তাঁর কার্যালয়ে (পিএমও) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর' এর ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা উপভোগকালে সংশ্লিষ্টদের এই নির্দেশনা প্রদান করেন।

বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।তিনি বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কতৃর্প (বেজা) এই শিল্প নগরের বিভিন্ন আঙ্গিকগত দিক তুলে ধরে এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি উপস্থাপন করেন।প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী গভীর মনযোগের সঙ্গে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রত্য করেন এবং এই বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশ প্রদান করেন।শেখ হাসিনা বেজা কতৃর্পকে শ্রমিকদের আবাসন এবং একইসাথে শিল্প এবং আইটিেে ত্রর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের বিষয়ে ল্য রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি একইসঙ্গে এই শিল্প নগরকে জলোচ্ছ্বাস এবং সাইকোন সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রার জন্য প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণের নির্দেশ দেন।প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প এবং বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানএবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।শিল্প, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিরেে ত্র বৈচিত্র আনয়নের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশকে উৎসাহিত করার লয বেজা দেশটির দণি-পূর্বাঞ্চলে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন)' এর বিকাশ সাধন করছে।চট্টগ্রাম এবং ফেনী জেলার তিনটি উপজেলা-মীরেরসরাই,সীতাকুন্ডু এবং সোনাগাজী'র প্রায় ৩০ হাজার একর জমির ওপর বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ চ্যানেলের তীরবর্তী ২৫ কি.মি এলাকা নিয়ে এই শিল্প নগর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

একাদশ সংসদের নির্বাচিত এমপি রাশেদ খান মেননের বক্তব্যে ঐক্যফ্রন্টের নেতা ড় কামাল হোসেন খুশি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২০।। আওয়ামী লীগের জোট শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সর্বসাম্প্রতিক বক্তব্যকে একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে নিজেদের অভিযোগের পে বড় প্রমাণ হিসেবে দেখছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা কামাল হোসেন।

রোববার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির এক বৈঠকের পর সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে কামাল বলেন,দেরিতে হলেও উনি (রাশেদ খান মেনন) এটা করেছেন। আমি খুশি।শনিবার নিজের জেলা বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির এক সভায় মেনন বলেন,আমিও নির্বাচিত হয়েছি। তারপরও আমি স্যা দিচ্ছি, ওই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। এমনকি পরবর্তীতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারেনি দেশের মানুষ।বাম দল ওয়ার্কার্স পার্টি গত এক যুগ ধরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৪ দলীয় জোটে রয়েছে। জোটের প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে গত তিনটি নির্বাচনে বিজয়ী হন মেনন। এক দফায় মন্ত্রীও ছিলেন তিনি।

মেননের এই বক্তব্য প্রকাশের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মন্ত্রিত্ব না পাওয়ার কারণে মেনন নির্বাচন নিয়ে এই ধরনের কথা বলতে পারেন।তবে প্রকাশিত সংবাদের ব্যাখ্যায় ওয়ার্কার্স পার্টি এক বিবৃতিতে বলেছে, মেননের বক্তব্যের অংশ বিশেষ প্রকাশ করায় 'ভুল বার্তা' যাচ্ছে সবার কাছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দিতে পারেননি বলে অভিযোগ করে আসছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট; তারা ফল বর্জন করে পুনর্নির্বাচনের দাবিও তোলে।মেননের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষনেতা কামাল আরও বলেন,আমি তো এই কথাটি বার বার বলে যাচ্ছি যে, আপনারা কেউ কি ৩০ ডিসেম্বর ভোট দিয়েছিলেন? আমি এই পর্যন্ত একজনের কাছ থেকে পাইনি যে 'হ্যাঁ' দিয়েছেন।এখন উনিও (রাশেদ খান মেনন) কনফার্ম করলেন। এজন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মতিঝিলে কামালের চেম্বারে ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির এই বৈঠকে আগামী ২২ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ফ্রন্টের নাগরিক শোক সমাবেশ নিয়ে আলোচনা হয়।বৈঠকের পর জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন,আমরা আগামী ২২ তারিখে আবরার হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা নাগরিক শোক সমাবেশ করব। আজকে পর্যন্ত আমরা অনুমতি পাইনি। সরকার বিভিন্ন রকমের গাফিলতি করছে, এখন পর্যন্ত পরিষ্কার তারা কিছু বলছে না।এই পরিপ্রেিত আমরা দেখব, তারা কী করতে চায়। সরকার যদি আমাদের নাগরিক অধিকার না দেয়, মৌলিক অধিকার না দেয়, তার বিরুদ্ধে ১৭ কোটি মানুষ বাধ্য হবে তার নাগরিক অধিকার আদায় করার জন্য।

সমাবেশের বিষয়ে কামাল বলেন, আমরা দাবি জানাচ্ছি, সংবিধানে মৌলিক অধিকারের যে চ্যাপ্টার আছে, এসবের বরাত দিয়ে সরকারকে বলছি, সংবিধান মানুন।

মেননের বক্তব্য নিয়ে রব বলেন,আজকে সরকারি জোটের একজন নেতা বলেছেন, বাংলাদেশের কোনো জনগণ ভোট দিতে পারে নাই, আমি স্যা দেব। উনার সাথে সাথে বলা আছে যে, উনি মাসে ১০ ল টাকা করে পেতেন এবং নির্বাচনের সময়ে কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন।আমরা বলতে চাই, আরও রাঘাব বোয়াল আছে, ওদের নাম প্রকাশ করেন। চুনোপুঁটি ধরতেছেন, ওয়ার্ড কমিশনার ধরতেছেন, বড় বড় রাঘাব বোয়াল কোথায়? যুবলীগের ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট বলেছেন, আমি একা কেন, বাকিরা কোথায়?

ঐক্যফ্রন্টের বৈঠকে বিএনপির ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, জহির উদ্দিন স্বপন, জেএসডির তানিয়া রব, আবদুল মালেক রতন, শহিদউদ্দিন মাহমুদ স্বপন, গণফোরামের সুব্রত চৌধুরী, রেজা কিবরিয়া, মোশতাক হোসেন, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, মমিনুল ইসলাম, বিকল্প ধারা নুরুল আমিন বেপারী, গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জাফরুল্লাহ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বিতর্কিত ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নতুন কমিটিতে স্থান পাবে না : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২০।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিতর্কিত ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নতুন কমিটিতে কোন পদ পাবে না।তিনি বলেন,আমি নেতৃত্বে পরিবর্তন-পরিবর্ধন নিয়ে কোনো কথা বলবো না। এটুকু বলতে চাই, নেতৃত্ব যদি বিতর্কিত হয়, বিতর্কিত নেতৃত্ব অবশ্যই নতুন কমিটিতে থাকবে না।

ওবায়দুল কাদের রোববার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয়ের সভা কে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে বিএনপিকে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিষয়টি পুরোপুরি আইনি হলেও বিএনপি এটা নিয়ে রাজনীতি করছে, সরকারের ওপর দায় চাপাচ্ছে। কিন্তু তার মুক্তি নিয়ে আন্দোলনের কথা মুখে বললেও এখনও বিএনপি কোনো আন্দোলন করে দেখাতে পারেনি। আন্দোলন করতে সরকার তাদের বাধা দিচ্ছে না।

তিনি বলেন, বিএনপিকে আন্দোলন করতে বলুন। তারা পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আন্দোলন ছাড়া খালেদা জিয়ার মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। কাজেই এক মুখে এতো কথা কেন? তাদের বলুন, আন্দোলন করতে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির সিনিয়র নেতারা একবাক্যে বলছেন যে, খালেদা জিয়ার মুক্তি আইনি পথে হবে না, অন্য কোনোভাবে হবে না, সরকার তাকে মুক্তি দেবে না। কাজেই আন্দোলনের ঝড় তুলতে হবে এবং বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে, তারপরে তুমুল আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে বের করতে হবে। আন্দোলনে তো কোনো বাধা নেই। জনগণ সায় দিলে আন্দোলন করবে।

যুবলীগের নেতৃত্বে কারা আসবেন, বয়স কত হবে-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার কাছে এই মুহূর্তে কোনো খবর নেই। এটা যুবলীগ ঠিক করবে।তারা আমাদের সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসবেন। সেখানে যদি কোনো নির্দেশনা থাকে, সেটা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। কোনো পরিবর্তন বা কিছু করতে হলে যুবলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী করতে হবে।

ভিয়েতনামের সঙ্গে বাণিজ্য জোরদারের আহবান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২০।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারস্পরিক সুবিধার স্বার্থে বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,দণি পূর্ব এশিয়ায় বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে এবং এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করতে পারি।

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ত্রাণ ভ্যান খোয়া রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) তাঁর সঙ্গে বিদায়ী সাাতকালে শেখ হাসিনা একথা বলেন।বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।শেখ হাসিনা বলেন, ভিয়েতনাম বাংলাদেশীদের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে এবং দু'টি রাষ্ট্রই তাঁদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সবসময় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার হস্তকে প্রসারিত করেছে।

স্বাধীনের পর বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের ভিয়েতনাম সফরের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার বড় ছেলে শেখ কামালও ঐ দলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন এবং ২০১২ সালে তাঁর ভিয়েতনাম সফরের কথাও স্মরণ করেন।ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সঙ্গে ভিয়েতনামের ব্যবসা, পর্যটন এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের সংযোগ স্থাপনেরেে ত্র সহযোগিতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন,এ বিষয়ে আমরা দু'জন দু'জনার কাছ থেকে শিখতে পারি।'ত্রাণ ভ্যান খোয়া দুই দেশের মধ্যে বাৎসরিক ব্যবসার পরিমান ৮শ' থেকে ৯শ' মিলিয়ন ডলার উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা একে এক বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের চমকপ্রদ উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে তাঁর অবস্থানকালিন তিন বছরে তিনি এই প্রশংসনীয় উন্নয়ন প্রত্য করেছেন।

এই উন্নয়নের দরুন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকেে ত্র তাঁর শক্তিশালী অবস্থান করে নিয়েছে,যোগ করেন তিনি।দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাকি সম্পর্কের উল্লেখ করে তিনি বলেন,ভিয়েতনাম বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূত উভয়েই বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে আগামীর দিনগুলোতে সম্পর্ক আরো গভীর হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সন্তান কি স্কুলে খারাপ সময় কাটাচ্ছে?

স্কুলে সন্তানের ফলাফল খারাপ হওয়া বা পড়ায় অমনোযোগী হওয়া মানে সে মেধবী না- তা কিন্তু নয়। এমনও হতে পারে সে সব কিছুর চাপ একসঙ্গে সামলাতে পারছে না। তাই তার প্রতি মনযোগী হোন। শিশুবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বি,য়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে স্কুল বা বাড়ির চাপ সামলাতে শিশুর কষ্ট হলে বা মানিয়ে নিতে অসুবিধা হলে অভিভাবকের কী করণীয় তা এখানে দেওয়া হল।

নিয়মের ভীতি ঃ অভিভাবক হিসেবে যদি এখনও বিশ্বাস করেন যে, পড়া না পরলে আগের মতো স্কুলে শাস্তি দেওয়ার বিধান উপযুক্ত তাহলে এখনই এই ধারণা থেকে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করুন। সন্তানের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা ও যোগাযোগের পরিবর্তে তাকে কেবল বকাঝকা বা কঠিন শাস্তি দেবেন না, শিশু এতে ভয় পাবে। তাই শিশুর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন, তাকে উৎসাহিত করুন, ফলে তার দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আর তা সমাধানে সাহায্য করতে পারবেন।

তুলনা করবেন না ঃ শিশু-বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তানকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করা বাবা-মায়ের একটা বড় ভুল। স্কুলের পরিবেশ যদি শিশুর জন্য অনুকূল না হয় তাহলে তাকে কোনোভাবেই তার বন্ধুদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। শিশুর নিজের কিছু শক্তিশালী ও দুর্বল দিক আছে। তাই কীভাবে তার দুর্বলতা কমানো যায় এবং মেধা বিকশিত করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

অতিরিক্ত নিয়ম না চাপানো ঃ বাসায় যদি সুশৃঙ্খল পরিবেশ রাখতে চান তাহলে অকারণে অতিরিক্ত কড়া হবেন না। সন্তান যদি স্কুল অথবা বাসার নিয়ম ও চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারে তাহলে তাকে কঠিন নিয়মে বেঁধে না রেখে তার বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করুন।

অবহেলা না করা ঃ সন্তান স্কুলে মানিয়ে নিতে পারছে না মানে সে মেধাবি-না তা কিন্তু নয়। সন্তানের মেধা বা ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ রাখা ঠিক না এবং তাকে কখনও অন্যের সামনের ছোট করবেন না। বরং সকলের সামনে তার ভালো দিক নিয়ে প্রশংসা করুন।

অসম্ভব কিছু আশা না করা ঃ সন্তান জীবনে উন্নতি করুক নিশ্চয়ই চান। তবে সেটা যেন বাস্তব সম্মত হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। আপনার উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করতে যদি সন্তানকে হিমশিম খেতে হয় তাহলে সেটা তার মনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। জীবনে মাঝেমধ্যে বিফল হওয়া স্বাভাবিক এটা সন্তানকে বোঝান। তাই একবার হেরে গিয়ে হতাশ না হয়ে সামনে আগানোর উৎসাহ দিন।

কেউ বিষ খেলে কি করবেন

পরিবারের কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে যে কেউ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। আবার কেউ মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে রাগের বশবর্থী হয়ে জীবন ধ্বংসকারী কোন ওষুধ পান করে। এছাড়াও বড়দের অশতর্কতার কারণে বাচ্চারা ভুলবশত বিষ পান করে। প্রায়ই বিষপানের রোগী পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ কীটনাশক পান করা, অনেক পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খাওয়া, কেরোসিন পান করা, ধতুরার বীজ খাদ্যের সঙ্গে মিইশয়ে খাওয়া,া কোনো ওষুধ ভুলক্রমে বেশি পরিমণে খেলে ফেলা, বিষাক্ত মদ্যপান বা অতিরিক্ত মদপান ইত্যাদি। বিষপানের রোগী আসা মাত্রা বিষপানের কারণ সম্পর্কে আন্দাজ করা সম্ভব। সাধারণভাবে বিষপানের পর দেরি না করে নিম্নরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং হাসপাতালে পাঠাতে হবে। রোগী শ্বাস না নিতে পারলে তাকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দিতে হবে। সজ্ঞান রোগীকে সর্বপ্রথম এক গ্লাস জল বা দুধ পান করানো ভালো কারণ এতে বিষ পাতলা হয়ে যায়ও বিষের ক্ষতির প্রভাব কমে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে আধা গ্লাসের মতো জল বা দুধ রোগীকে পান করানো ভালো। অজ্ঞান রোগীকে তরল দেয়া যাবে না। রোগীর শরীরে খিঁচুন থাকলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রোগীকে বমি করানো যাবে না উচিত কিনা তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে । কারণ সকল বিষপানের পর বমি কারানো যাবে না। রোগীর শরীরের খিঁচুনি থাকলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রোগীকে বমি করানো যাবে না কিছু বিষ যা প্রবেশের সময় মুখ, মুখগহ্বর ও অন্ননালীতে প্রদাহের বা দগ্ধতার সৃষ্টি করে অথবা ফুসফুসে প্রবেশ করে সংক্রমণের সৃষ্টি করে এরূপ বিষপানের রোগীকে কোনক্রমেই বমি করানো উচিত নয়. কারণ বমি করার সময় উল্লেখিত পদার্থগুলো পুনরায় ক্ষতিসাধন করে ক্ষতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। পোড়া ও ক্ষত সৃষ্টিকারী বিষ--- অম্লন বা এসিডক্ষার বা এলকালিগৃহে ব্যবহৃত বিশোধক স্নানখানা পায়খানা নর্দমা পরিষ্কারকে বিশোধপ্দাহ সৃষ্টিকারী বিষ — কেরোসিন তার পিন তেলরঙ এবং রঙ পাতলাকারক দ্রব্য পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যরোগী কোনো ধরনের বিষ পান করেছে তা রোগীর মুখ মুখগহ্বর ও শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করলে অতি সহজেই অনুমান করা যায়। পোড়া ও ক্ষত সৃষ্টিকারী বিষপানে রোগীর মুখ ও মুখগহ্বরে পোড়া ক্ষত বা ফোসকা দেখা যাবে কেরোসি জাতীয় বিষপানে রোগীদের শ্বাসে উক্ত দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যাবে চার ঘন্টার ভেতর বিষ খেয়ে থাকলে এবং জ্ঞান থাকলে রোগীকে নিম্নলিখিতভাবে বমি করানো যেতে পারে। মুখের মধ্যে আঙুল প্রবেশ করিয়ে বমি করানো যায় খারাপ স্বাদ যুক্ত ডিমের সাদা অংশ ও কুসুম স্বল্প গরম দুধ সহবা স্বল্প গরম লোনা জল পান করলে অনেকেরই সহজে বমি হয়ে যায়। তিতা কোনো দ্রব্য মুখের মধ্যে দিয়েও বমি করানো যেতে পারে। বমি করানোর সময় বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যেন বমিকৃত কোনো জিনিস বা পানীয় ফুসফুসে প্রবেশ না করে। এজন্য বমি করানোরসময় রোগীর মাথা নিচের দিকে ও মুখ পাশে কাত করিয়ে রাখতে হবে। হাসপাতালে রোগীকে বিষ অপসারণের ক্ষেত্রে রাইলস টিউবের সাহায্যে করা যেতে পারে। বিষের বিরুদ্দে কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ। কিছু বিষকে নিষ্ক্রিয় করার ওষুধ রয়েছে। রোগী কোন বিষ দ্বারা আক্রান্ত তা জনতে পারলে সে বিষকে নিষ্ক্রিয় করা ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীর অবস্থা উন্নতি করা সম্ভব।এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কেরোসিনের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত বাচ্চারা না বুঝে কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলে। এধরনের রোগীর বমি, মুখ শ্বাস প্রশ্বাস প্রস্রাব ও কাপড় চোপড় থেকে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যাবে। গলায় জ্বালাপোড়া ও ব্যথা থাকবে. পাতলা পায়খানা ও পেটে ব্যথা থাকলে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হবে। বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হতে পারে, জ্বর থাকতে পারে। নাড়ি দুর্বল ও অনিয়মিত ভাবে হতে পারে। এ ধরনের রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এ রোগীর স্টোম্যাক ওয়াশ দেয়া বা বমি করানো যাবে না। অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যাতে নিউমোনিয়া বা ফুসপুসে অন্য কোনো সংক্রমণ না হতে পারে। অ্যাসিড কিংবা ক্ষারের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে— রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করা যাবেব নাক্ষতের ওপর প্রলেপ সৃষ্টি করেন এমন খাদ্যবস্তু যেমন দুধ ডিমের সাদা অংশ খাওয়ানো যেতে পারে। মুখ বা শরীরের কোনো অ্যাসিড অথবা ক্ষার পড়লে সেখানে প্রচুর জল ঢেলে ধুয়ে ফেলতে হবে। অ্যাসিড খেলে সাসপেনশন দেয়া যেতে পারে ধুয়ে ফেলতে হবে। অ্যাসিড খেলে এন্টাসিড সাসপেনশন দেয়া যেতে পারে যতত দ্রুত স ম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ঘুমের ওষুধ বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে বমি করানোর চেষ্টা করতে হবে। ঠিকমতো বমি করানো না গেলে স্টোমাক ওয়াশ করানোর জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠাতে হবে। প্রতিরোধের উপায় --- আমাদের দেশের ক্ষেত খামারে পোকা মারার জন্য ানেক ধরনের বিষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া কেরোসিন, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। দুর্ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া বেশিরবাগ বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিষক্রিয়া চিকিৎসার চেয়ে এর প্রতিরোধ নিরাপদ এবং সহজ। নিজের ঘরবাড়ি, কর্মস্থলকে নিরাপদ রাখার জন্য কৃষক, কলকারখানায় ও মাঠে খামারে নিয়োজিত কর্মী, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী বাবা মা সহ ছাত্রছাত্রী কিংবা ছেলে মেয়ে সবার ভূমিকা রয়েছে। যে ধেরনের কেমিক্যাল বা রাসায়নিক সামগ্রী নিরাপদভাবে ব্যবহার ও নাড়াচাড়া করুন। রাসায়নিক সামগ্রী নিরাপদে রাখুন। ব্যবহার করে তা স রিয়ে নিরাপদে রেখে দিন। শিসুর নাগালের বাইরে কীটনাশক, ওষুধ ও পরিষ্কার করণ সামগ্রী রাখুন। আপনার প্রয়োজন নেই এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থ ঘরে রাখবেন না খাবার জিনিস কোনো পাত্রে রাসায়নিক সামগ্রী রাখবেন না। ভুলবশত কেউ খাবার কিংবা পানীয় মনে করে খেতে বা পান করতে যথাযথভাবে পরিমাণ ও যথাযথভাবে কীটনাশক ও ওষুধ পরিষ্কার করণ সামগ্রী ব্যবহার করুন। গায়ে আঁটা লেবেড় পড়ে নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করুন। পড়তে না পারলে অন্য কারো সাহায্য নিন। লেবেলহীন পাত্র থেকে রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার করা বিপজ্জনক। প্রয়োজনে দোকান থেকে লেবেল সহ সামগ্রী বদলিয়ে ওষুধ সেবন ও ব্যবহারের রেজিস্টার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শারীরিক সমস্যা হতে পারে অতিরিক্ত বাইরের ফ্যাট গ্রহণে জন্য

ফ্যাট জাতীয় খাবারের প্রতি মানুষ বরাবরই একটু বেশি দুর্বল। তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার হয় সুস্বাদু। শুধু কি তাই? তেল ঘি আর মাখন খেলে শরীর হয়ে হৃষ্টপুষ্ট, ত্বকে আসে লাবণ্য। ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থের প্রধানতম কাজ তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে দেহকে কর্মক্ষম রাখা। সে সঙ্গে দেহে সঞ্চিত হয়ে এক ধরনের প্যাডিং বা ইনসুলেশনের কাজ করা। ফ্যাট গ্রহণের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ নিয়ে প্রধান ভ্রান্ত ধারণাটি হল, দেহকে সুষ্ঠভাবে সুস্থ রাখতে নিয়ম করে তেল, ঘি মাখন ইত্যাদি ফ্যাট খাওয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিষয় আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যে কী উদ্ভিদ, কি প্রাণিজ, এমন কোনো খাদ্যবস্তু মানুষের নেই যা সম্পূর্ণ ফ্যাট বিবর্জিত। যদি আহার্য হিসেবে বেছে নেন শুধু খাদ্যশস্য, শাকসবজি আর ফলমূল তাহলেও ওইসব খাদ্যের অন্তর্গত ফ্যাট থেকে আপনি পাবেন মোট ক্যালরির ৫-১০ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির জন্য যতটুকু ফ্যাট দরকার তা নিরামিষ খাদ্য থেকে দেহ নিজেই সে পরিমাণ ফ্যাট তৈরি করে নিতে পারে। পারে না শুধু লিনোলেইক আর দু ধরনের অপরিহার্য ফ্যাট অ্যাসিড তৈরি করতে। তাই ফ্যাট বর্জনে প্রধান সমস্যা দাঁড়ায় শুধুমাত্র লিনোলেইক অ্যাসিড সরবরাহ নিয়ে। কিন্তু দেহের পক্ষে এই ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োজন এতই অল্প যে যথেষ্ট ক্যালিরসম্পন্ন যে কোনো খাবার থেকেই তা পাওয়া যেতে পারে। পুষ্টি বিজ্ঞানের গবেষণায় জানা গেছে যে লিনোলেইক অ্যাসিডের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা মাথাপিছু দৈনিক মাত্র ২.৮ গ্রাম। এবং এ প্রয়োজন পূরণের জন্য তেল, ঘি ইত্যাদি ফ্যাট সর্বস্ব খাদ্য রক্তের লোহিত কণিকা এবং প্লেটলেন্ট এর চারপাশে একটা ফ্যাটি ফিল্ম এর সৃষ্টি করে। এর ফলে কণিকাগুলি জমাট বেঁধে যায়। আর এই জমাট বাঁধা অবস্থায় এরা নিজের নিজের কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। তার ওপর জমাট বাঁধার ফলে ধীরে ধীরে রক্তবাহী ক্যালিরিগুলো প্রায় রুদ্ধ হয়ে অবশেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এবং এই ক্যাপিলারি ব্লকেজের অর্থ ৫ শতাংশ রক্তপ্রবাহ অচল হয়ে পড়া। এভাবে অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের পাশাপাশি ব্যক্তি যখন ধূমপান করে, তখন অবস্থা আরো ভয়ানক হয়ে ওঠে। একে তো অতিরিক্ত ফ্যাটি, তার ওপরে ধূমপানের মাধ্যমে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড এই দুটি মলে রক্তে অক্সিজেন যাতায়াতের পথ এরকম বন্ধ করে দেওয়া। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাওয়ার ফলে দেহের টিস্যুগুলো তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। অক্সিজেন সংকটে টিস্যুর এ অবস্থাকে বলে টিস্যু এনক্সিয়া। কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি — কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধির অনিবার্য ফল হল প্রাণনাশক হৃদরোগ ও ধমনিসংক্রান্ত রোগ আর সে সঙ্গে পিত্তপাথরী। এ পর্যন্ত যত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে তাতে এটা সন্দেহতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে ঘি, মাখন চর্বি ইত্যাদি সব ধরনের প্রাণীজ ফ্যাটই কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী. ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি— অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা সাম্প্রতিক বহু গবেষণাতেই প্রমাণিত হয়েছে। আর এই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহে বাত ও আর্থ্রাইটিসের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ডায়াবেটিসের আক্রমণ— পুষ্টিতাত্ত্বিকরা বলেছেন, ডায়াবেটিস রোগীরা প্রস্রাবে প্রচুর সুগার থাকছে তার মানে এই নয় যে রোগীর দেহে সুগার আর স হ্য হচ্ছে না। প্রস্রাবে সুগার থাকার কারণ দেহ আর ওই সুগারকে প্রয়োজনীয় কাজে লাগাতে পারছেনা। নানা রক্তে উপস্থিত অতিরিক্ত ফ্যাট দেহকে সুগার থেকে তাপশক্তি নেয়ার কাজে বাধা দিচ্ছে। ফ্যাট জাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণে দেহের স্বাভাবিক মেটাবলিজম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলেই দেহে রাসায়নিক ডায়াবেটিক দশা বা কেমিক্যাল ডায়াবেটিক স্টেট এর সৃষ্টি হয়। ক্যান্সারের ঝুঁকি — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ফ্যাট গ্রহণের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে মলাশয়ের ক্যান্সার এর সম্পর্ক আছে। পরিসংখ্যানে আরো জানা যায় যে শুধু মলাশয়ে ক্যান্সারই নয়। নারীদের স্তন ক্যান্সারের পেছনেও অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণ অনেকাংশে দায়ী।

হাড়কে মজবুত রাখবে যে খাবার

আমাদের দেহের সঠিক পরিচালনার জন্য হাড়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের দেহকে দারণ করে রাখে আমাদের দেহের ভেতরে হাড়ের তৈরি কঙ্কাল। হাড়ের গঠন একটু ভিন্ন হলেই আমরা হতে পারতাম জড় পদার্থ। কিন্তু আমরা ভেবে দেখেছি, কি, এই হাড়ের সুস্ততায় আমরা কতটা সতর্কতা পালন করি? আমরা দেহের সুস্থতার জন্য অনেক কাজ করি, অনেক ধরণের খাবার খাই। সতর্ক থাকি আমাদের হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক, কিডনি, লিভার সহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। কিন্তু ভুলে যাই হাড়ের যত্নের কথা। ছোটবেলা থেকেই হাড়ের যত্ন নেয়ার অভ্যাস না হলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়। হাড় হয় দুর্বল এবং নরম। বয়স বাড়তে না বাড়তেই হাঁটাচলার ক্ষমতা কমে যেতে শুরু করে, হয় নানান রকমের রোগ। তাই আমাদের প্রত্যেকের হাড়ের সুস্থতায় মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। খেতে হবে হাড় মজবুত রাখার জন্য কার্যকরী খাবারগুলো। দুধ হাড়ের সুস্থতায় ক্যালসিয়াম বেশ কার্যকরী উপাদান। এবং দুধ সব চাইতে ভালো ক্যালসিয়ামের উৎস। দুধের ক্যালসিয়াম খুব সহজে আমাদের দেহ হজম করে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে। ছোটবেলা থেকেই দুধ খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। দুধ হাড়ের সুস্থতায় ক্যালসিয়াম বেশ কার্যকরী উপাদান। এবং দুধ সব চাইতে ভালো ক্যালসিয়ামের উৎস। দুধের ক্যালসিয়াম খুব সহজে আমাদের দেহ হজম করে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে। ছোটবেলা থেকেই দুধ খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। শুধুমাত্র ছোটেদের নয় বড়দেরকেও হাড়ের সুস্থতায় প্রতিদিন দুধ পান করার অভ্যাস করতে হবে। দই--- দই প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সমৃদ্ধ একটি খাবার। এছাড়াও দইয়ে রয়েছে দেহের জন্য ভালো ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া হাড়ের জয়েন্টের সুরক্ষায় কাজ করে। মাত্র ১ কাপ দইয়ে রয়েছে ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম যা হাড় মজবুত করতে বেশ কার্যকরী। প্রতিদিন না হোক সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন ফ্যাট ছাড়া দই খাবার অভ্যাস শুরু করুন হাড়ের গঠনের জন্য। এছাড়া দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে চিজও আমাদের হাড়ের গঠনে বেশ ভালো ভূমিকা রাখে। ডিম--- ডিমকে বলা হয় সুপারফুড। ডিমে রয়েচে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং মিনারেলস। প্রোটিনের সব চাইতে ভালো উৎস হচ্ছে ডিম। যা হাড়ের গঠন মজবুত করে। এবং এতে ক্যালোরি থাকে বেশ কম। তাই হাড়ের সুস্থতায় দিনে অন্তত ১ডিম খাওয়ার অভ্যাস করুন। সবুজ শাকসবজি--- পালং শাক, সবুজ শাক, বাঁধাকপি, ব্রকলি, লেটুস, শালগম ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রোটিনের সব চাইতে ভালো উৎস। হাড়ের সুরক্ষায় প্রতিদিনের খাবার তালিকায় এই খাবারগুলো রাখার চেষ্টা করুন। এবং ছোটোদের এসব খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

এতে হাড় হবে মজবুত। কমলালেবু— কমলালেবু এবং লেবু জাতীয় ফলমূলে রয়েচে ক্যালশিয়াম এবং ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি দেহে ক্যালশিয়াম হজম এবং গ্রহণে সহায়তা করে। সকালের খাবার কিংবা বিকেলে কমলালেবু কিংবা কমলালেবুর তাজা রস খাবার অব্যাস করুন। মশালা--- দারুচিনি, রসুন, পুদিনা, পাতা ইত্যাদি শুধুমাত্র রান্নায় স্বাদ বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হয় বলেই আমরা জানি। কিন্তু এই সকলমশলা এবং তৃণ জাতীয় খাবারে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম যা আমাদের হাড়ের সুরক্ষায় কাজ করে।

রবিবার রাজধানীতে ইউকো ব্যাঙ্ক এক র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন হতে হয় দেবাঞ্জন দাসকে, পুলিশি জেরায় স্বীকারোক্তি ধৃত অভিযুক্ত প্রিন্স সিংয়ের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : সম্পর্কের টানা পোড়েনের জেরেই খুন হতে হয় দেবাঞ্জনকে। প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে দেবাঞ্জনের ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে না পেরে খুনের ছক কষে মূল অভিযুক্ত প্রিন্স সিং।
গ্রেফতার হওয়ার পর এমনটাই স্বীকারোক্তি দমদমের দেবাঞ্জন দাসকে খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত প্রিন্স সিংয়ের। শনিবার বজবজে মাসির বাড়ি থেকে পুলিশ প্রিন্সকে গ্রেফতার করে। তার এক বন্ধু বিশাল মারুকেও দমদম থেকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশ জানায়, ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন হতে হয় দেবাঞ্জন দাসকে।
পুলিশ সূত্রে খবর, সম্পর্কের টানা পোড়েনের জেরেই খুন হতে হয় দেবাঞ্জনকে। প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে দেবাঞ্জনের ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে না পেরে খুনের ছক কষে। জেরায় এমটাই স্বীকার করেছে বলে পুলিশের দাবি। বিরটিতে এক বন্ধুর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিশালের স্কুটারে চেপে দেবাঞ্জনের গাড়িকে ধাওয়া করে। বান্ধবীকে নামানোর পর দেবাঞ্জনের গাড়ি থামায় সে। এর পর রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেবাঞ্জনকে গুলি করে খুন করে বলে জানা গিয়েছে। একাদশী পর্যন্ত বিশালের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল প্রিন্স। এর পর বজবজে আত্মগোপন করে।
উল্লেখ্য, নবমীর রাতে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র দেবাঞ্জনের খুনের ঘটনায় তাঁর বাবা অরুণ পুলিশের কাছে পাঁচ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাতে প্রিন্স, বিশাল ও শ্যাম ঘোষের পাশাপাশি নিহতের বান্ধবী তথা প্রিন্সের প্রাক্তন প্রেমিকা এবং তার এক বান্ধবীর নাম ছিল।
বারাকপুর কমিশনারেট সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে পুলিশ প্রিন্সের মোবাইলের 'টাওয়ার লোকেশন' চিহ্নিত করে দাদা দীপককে নিয়ে বজবজে এক মাসির বাড়িতে হাজির হয়। কিন্তু কোনও ভাবে খবর পেয়ে সেখান থেকে পালায় প্রিন্স। তবে হাল না-ছেড়ে নজরদারি চালিয়ে যায় পুলিশ। শেষ পর্যন্ত এ দিন প্রিন্সের হদিস মেলে। পুলিশের দাবি, পুরোনো প্রেম ফিরে পাওয়ার জন্যই দেবাঞ্জনকে খুনের ছক কষেছিল প্রিন্স। তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর ঘটনার দিন সকাল থেকেই দেবাঞ্জনের গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল প্রিন্স-বিশালরা। সে দিন সন্ধ্যার পর প্রিন্সের প্রাক্তন প্রেমিকাকে পরিকল্পনা মাফিক দেবাঞ্জনের কাছে পাঠানো হতে থাকতে পারে বলে পুলিশের ধারণা।
নবমীর রাতে সল্টলেকের যে বার-রেস্তোরাঁয় দেবাঞ্জন তাঁর নতুন বান্ধবীর (প্রিন্সের প্রাক্তন প্রেমিকা) সঙ্গে পার্টিতে গিয়েছিল, সেখানকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজের সূত্র ধরে এ দিন দেবাঞ্জনের তিন বন্ধু এবং দুই অন্য বান্ধবীকে থানায় ডেকে পাঠিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রত্যেকের মা-বাবার সঙ্গেও পুলিশ আলাদা ভাবে কথা বলে। রোহন দেবনাথ, সোহম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশাল ওঝা নামে ওই তিন বন্ধু জানিয়েছেন, তাঁদের সহপাঠী ছিলেন দেবাঞ্জন। ১৩ জন বন্ধু এবং ৪ জন বান্ধবী মিলিয়ে মোট ১৭ জন ওই পার্টিতে হাজির হয়েছিলাম।

দীপাবলির আগে বাজি তৈরিতে ব্যস্ত বাজিগ্রাম

চম্পাহাটি, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বাজি শিল্প নিয়ে টানাপোড়েন চলছে প্রায় এক দশক ধরে। আদালত ও পরিবেশ প্রেমীদের চাপে পরে প্রায় বন্ধ শব্দবাজি। কিন্তু তাতে কী? সামনেই তো দীপাবলি। তাই বিভিন্ন ধরনের আলোর বাজি তৈরি করতে ব্যস্ত বাজি শিল্পীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বাজিগ্রাম বলে খ্যাত চম্পাহাটির হাড়ালে তাই বাজি তৈরির চরম ব্যস্ততা।
প্রায় ২০০ টির ও বেশি পরিবারের বাস এই হাড়ালে। বিদ্যাধরী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই গ্রামের জমি লবণাক্ত। তাই বছরে একবার ধান চাষ ছাড়া আর কিছুই হয়না এখানে। প্রায় ৪০ বছর ধরে তাই এই এলাকার মানুষরা বাজি তৈরিকেই নিজেদের বিকল্প পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এই গ্রাম ও আশপাশের গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ নির্ভরশীল এই বাজি তৈরির পেশায়। পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও নিযুক্ত এই পেশায়। বর্তমানে এই কুটির শিল্পের উপরেই নির্ভরশীল এই গ্রামের বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা। চকলেট, দোদমার মত শব্দ বাজিতে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে মূলত বিভিন্ন আলোর বাজি তৈরি করছেন এখানকার বাজি শিল্পীরা। চরকা, তুবড়ি, ফুলঝুরি, রঙমশাল, বিভিন্ন ধরনের শেল বাজিরই মূলত বেশি চাহিদা। আর দীপাবলির প্রাক্কালে এই সমস্ত বাজির চাহিদাই তুঙ্গে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা তো বটেই আশপাশের জেলাগুলি থেকেও বহু মানুষ প্রতি বছর আসে বাজি কিনতে। রাজ্যের মধ্যে এই হাড়াল এলাকার তুবড়ি ও চরকা বাজির জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশি।
গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে বাজি তৈরি হলেও এই শিল্পের প্রতি সরকারি উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।
এতগুলো মানুষ যেখানে এই পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন, সেখানে এই শিল্পকে বাঁচাতে কোনরকম সরকারি উদ্যোগ এখনও সেভাবে চোখে পড়েনি। আদালতের নির্দেশে এই রাজ্যে শব্দ বাজির ঊর্ধসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯০ ডেসিবেল। যেখানে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এই ঊর্ধসীমা ১২৫ ডেসিবেল। সেইকারণে শব্দবাজি তৈরির ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর তৈরি বাজি মূলত দখল করে আছে এ রাজ্যের বাজার।
তাছাড়া আলোর বাজি তৈরির জন্য যথাযথ সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন না এলাকার বাজি ব্যবসায়ীরা।
শুধু তাই নয় বাজি শিল্পীদের উন্নততর প্রশিক্ষণের ও কোনও ব্যবস্থা করেনি রাজ্য সরকার। বারবার জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের সকল আধিকারিকদের কাছে দরবার করলে ও কোনও ফল মেলেনি। তাই হতাশ এই বাজি শিল্পীরা। শুধুমাত্র নিজেদের উদ্যোগেই তারা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে এই শিল্পকে। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বাজি শিল্পীদের ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে সম্প্রতি যথাযথ পরিকাঠামো তৈরি করে সরকারি বৈধ লাইসেন্সের মাধ্যমে নতুন করে এই শিল্পের হাত ধরে বাঁচতে চাইছে বর্তমান প্রজন্মের বাজি শিল্পীরা।

গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল, কাঁকসার মানাচরে অবাধে চলছে ধান কাটার পর মাঠেই খড় পোড়ানো

দুর্গাপুর, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : কাটছে ধান, জ্বলছে মাঠ। আর তার জেরে বাড়ছে দূষণ। নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা। ধান কাটার পর অবাধে চলছে চাষজমিতেই খড় পোড়ানোর কাজ। ঘটনাটি কাঁকসার বনকাটি অঞ্চলের অজয় নদের মানাচরে। ক্ষোভে ফুঁসছে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা। প্রশ্ন উঠেছে পরিবেশ দফতরের নজরদারিতে।
কাঁকসার অজয় নদের মানাচর। কয়েক'শ একর দু ফসলি- তিন ফসলি চাষ জমি। ধান, গমের পাশাপাশি সরষে, আলু, পেঁয়াজ, ডাল জতীয় শস্য সহ নানান চাষের অনুকুল পরিবেশ ও জমি। দ্বী ও তিন ফসলি জমির সুবাদে ওইসব জমিতে স্বল্প সময়ের উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ হয়। হেমন্তের শুরুতেই ধান কাটার কাজ পুরোদমে চলছে ওইসব জমিতে। আর ধান কাটার পর পড়ে থাকা খড় অবাধে জমিতেই পোড়ানোর কাজ চলছে। বিকালের দিকে মূলত খড় পোড়ানোর কাজ চলছে। আর তাতেই আশপাশের গোটা এলাকা ধোঁয়াতে গ্রাস করছে। পাশাপাশি জমির মাটিও পুড়ছে ওই আগুনে। বুদবুদ কেন্দ্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ড় সুব্রত সরকার জানান,' সম্প্রতিক কম্বাইন্ড হার্বেষ্টার দিয়ে ধান কাটা বেশি হচ্ছে। তাতে ধানের খড় বা কুচি মাঠেই পড়ে থাকে। খরচের ভয়ে মাঠে এ ধরণের কুচি বা খড় জ্বালিয়ে দেয় চাষীরা। তাতে দূষণের পাশাপাশি, মাটির উপকারী ব্যাকটেরিয়া পুড়ে নষ্ট হচ্ছে। জমির ওপরের জৈব পদার্থ জ্বলে যাচ্ছে। জমিতে বিভিন্ন ধরণের উপকারি কিটপতঙ্গ পুড়ে নষ্ট হচ্ছে। সবমিলিয়ে আগুন জ্বালানোর ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে।'
কয়েক বছর আগে স্যাটেলাটে দেশের মাত্রারিক্ত দূষনের ছবি ধরা পড়েছে। তা ছাড়াও গ্রীন ট্রাইবুনালের কড়া নির্দেশিকাও রয়েছে। কিন্তু তারপরও কিভাবে চলছে চাষজমির মধ্যেই খড় পোড়ানোর কাজ? তবে কৃষি বিজ্ঞানী ড় সুব্রত সরকার জানিয়েছেন,' মাঠেই খড় না পুড়িয়ে সেসব সহজে তোলার জন্য বেলার মেশিন রয়েছে। তাতে কম খরচে খড় কুচির টুকরো সহজে তুলে নেওয়া যাবে।' অন্যদিকে কাঁকসার এই ঘটনা প্রসঙ্গে দুর্গাপুর পরিবেশ দফতর জানিয়েছে," নির্দেশিকা জারি হয়েছে। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

এবার বিয়ে সেরে ফেললেন স্প্যানিশ টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল

মালোর্কা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : এবার চুপিসারে বিয়েটাও সেরে ফেললেন স্প্যানিশ টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল। বাগদান পর্বটা সেরে রেখেছিলেন প্রায় একবছর আগে। দীর্ঘদিনের বান্ধবী সিসকা পেরেলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন ১৯টি গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালিক। শনিবার পুয়েতর্তো রিকোর লা ফোর্টালেজায় রীতিনীতি মেনে চার হাত এক হল নাদাল ও পেরেলোর।
পুয়েতর্তো রিকোর অভিজাত ক্যাসেলে নাদালের বিবাহ অনুষ্ঠানে এদিন আমন্ত্রিত ছিলেন প্রায় ৩৫০ জন অতিথি। আমন্ত্রিতের তালিকায় ছিলেন স্পেনের রাজা জুয়ান কার্লোস (১৯৭৫-২০১৪)। ঘরোয়া জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই বছর একত্রিশের পেরেলোর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বছর তেত্রিশের নাদাল। উল্লেখ্য, নাদালের বোন মারিবেলের ছোটবেলার বন্ধু ফ্রান্সিসকো পেরেলো। ২০০৫ বোন মারিবেলের মারফৎ নাদালের সঙ্গে যোগাযোগ হয় পেরেলোর। এরপরেই শুরু হয় মন দেওয়া নেওয়ার পর্ব। দীর্ঘ ১৪ বছর বাদে পূর্ণতা পেল তাঁদের ভালোবাসা।
কবজিতে চোটের কারণে লেভার কাপের শেষ দুই ম্যাচে নাম প্রত্যাহার করে নেন স্প্যানিশ তারকা। পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে সাংহাই মাস্টার্স থেকেও নাম প্রত্যাহার করে নিতে হয় চলতি মরশুমে ফরাসি ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ীকে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার সাংহাই মাস্টার্স থেকে চোটের কারণে নাম তুলে নিতে বাধ্য হন ১৯টি গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালিক।

নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্তে আধাসেনার ওপর জঙ্গি হামলা

কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : আসাম রাইফেলস-এর ওপর ফের যৌথ হামলা করেছে আলফা (স্বাধীন) এবং এনএসসিএন (খাপলাং)। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রবিবার ভোরে নাগাল্যান্ডের মন জেলায় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। হামলায় এক জওয়ান আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।
এক সূত্রের খবর, আজ ভোরের দিকে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী শেনলৌশ বস্তিতে প্রায় ৫০ জনের উগ্রপন্থী দলের মুখোমুখি হলে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি
ছয়ের পাতায়

কালকা মেলের খালি ২টি কামরা লাইনচ্যুত, বিঘ্ন হাওড়ায় ট্রেন চলাচল

হাওড়া, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবারের সকাল হাওড়া স্টেশনে লাইনচ্যুত খালি কালকা মেলের ২টি কামরা। তার জেরে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের ট্রেন চলাচল দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয় বলে রেল সূত্রে খবর। বাতিল করা হয় বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন। একইসঙ্গে এর কারণে দেরিতে চলছে বেশ কয়েকটি দূর পাল্লার ট্রেন। ভোগান্তির শিকার হতে হয় যাত্রীদের।রেল সূত্রে খবর, শনিবার রাত পৌনে ২টো নাগাদ হাওড়া স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে, খালি কালকা মেলের পিছনের অংশের ২টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। এর ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের দুটি শাখাতেই ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে লাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়।
ঘটনার জেরে দক্ষিণ পূর্ব রেলের ১২টি ও পূর্ব রেলের ৪টি লোকাল বাতিল করা হয়েছে। দূর পাল্লার ট্রেনগুলিকে থামানো হয়েছে সাঁতরাগাছি স্টেশনে। এই ঘটনার জেরে রবিবার ছুটির দিন এমনিতেই ট্রেন কম থাকে। তার মধ্যে সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেন দেরিতে ছাড়ে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক নিখিল চক্রবর্তী জানিয়েছেন এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত হবে।

গানে গানে অতুলপ্রসাদের স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স) : আজ ২০ অক্টোবর, বিশিষ্ট সুরকার অতুলপ্রসাদ সেনের ১৪৯ তম জন্মবার্ষিকী। রবিবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন প্রথমেই একটি গানের কলি দিয়ে অতুলপ্রসাদকে স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষাবিশিষ্ট সুরকার ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মবার্ষিকীতে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য।' ১৮৭১ সালে ২০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৩৪ সালে ২৬ আগস্ট জীবনাবসান ঘটে তাঁর। অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন বিশিষ্ট বাঙালি গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদও ছিলেন। তার রচিত গানগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম, ভক্তি ও প্রেম। তার জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণাগুলি তার গানের ভাষায় বাঙ্ময় মূর্তি ধারণ করেছিল। "বেদনা" অতুলপ্রসাদের গানের প্রধান অবলম্বন। অতুলপ্রসাদের সর্বমোট গানের সংখ্যা ২০৬ টি। তার মধ্যে মাত্র ৫০-৬০টি গান গীত হিসেবে প্রাধান্য পায়। অতুল প্রসাদের মামাতো বোন সাহানা দেবীর সম্পাদনায় ৭১ টি গান
ছয়ের পাতায়

রবিবার ৪৩তম কঠিন চীবর দানোৎসব আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

স্কুল প্রাঙ্গণে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

সংগ্রামপুর, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্থি থানার অন্তর্গত সংগ্রামপুর এলাকায়। রবিবার সকালে স্থানীয় মানুষজন স্কুলের মধ্যেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় ইমতেয়াজ উদ্দিন সর্দারকে। মৃতের বাড়ি ডায়মন্ড হারবার থানার অন্তর্গত সিংবেরিয়া গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে উস্থি থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিল ইমতিয়াজ। ওই দিন ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল সে। কিন্তু তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল। এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু রবিবার সকালে সংগ্রামপুর এলাকার বাসিন্দারা দেখতে পান এলাকার একটি স্কুলে মেরামতির জন্য যে বাঁশ বাঁধা হয়েছিল সেই বাঁশেই গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন ইমতিয়াজ। এ বিষয়ে এলাকার মানুষজন উস্থি থানায় বিষয়টি জানালে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন দর্জির কাজ করতেন ইমতিয়াজ। এই এটা নিছক আত্মহত্যা নয়, খুন করা হয়েছে ইমতিয়াজকে। তবে সঠিক কি কারণে এই মৃত্যু সেটা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লাইনের উপর লরি বিকল, বন্ধ বনগাঁ শাখায় ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবার সাতসকালেই ট্রেন চলাচলে ফের বিপত্তি। বন্ধ শিয়ালদহ বনগাঁ শাখার ট্রেন চলাচল। জানা গিয়েছে, লাইনের উপর লরি বিকল হয়ে যাওয়ার ফলেই রবিবার সকাল থেকে বন্ধ শিয়ালদহ উত্তর শাখার বনগাঁ লাইনের আপ ও ডাউনের ট্রেন চলাচল। রবিবারের সকালে ছুটির মেজাজে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। রেল সূত্রে খবর, দ্রুতই লরিটি সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার বারাসত সংলগ্ন রেল গেট পার হচ্ছিল একটি লরি। সেই সময় আচমকাই লাইনের উপর আটকে যায় লরিটি। ট্রেন চলাচল বন্ধ করে তড়িঘড়ি রেলের তরফে শুরু করা হয় উদ্ধারকাজ। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় দুই ঘণ্টার বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও লাইন থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি লরিটি। ঘটনার জেরে সকাল ৬ টা থেকে বন্ধ শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার ট্রেন চলাচল। আংশিকভাবে চালু রয়েছে হাসনাবাদ শাখার পরিষেবা। রেলের বিপত্তির জেরে ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। তবে ছুটির দিন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ভিড় কিছুটা কম। ফলে কিছুটা রেহাই বলেই মনে করছে রেল। লরিটি আটকে যাওয়ার খবর পৌঁছতেই উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়েছে। অবিলম্বে লরিটি সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার আশ্বাস মিলেছে রেলের তরফে।

রবিবার রাজধানীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এক বিক্ষোভ র‍্যালীর আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

ফের এসটিএফের জালে দুই মাদকপাচারকারী উদ্ধার ৫০ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : ফের কলকাতা পুলিশের নারকো বিভাগের বিশেষ গোয়েন্দা দলের অভিযানে ধরা পড়ল মাদকচক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, কলকাতা পুলিশের এসটিএফের জালে ধরা পড়ল আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট। গ্রেফতার মণিপুরের দুই বাসিন্দা। আটক একটি গাড়ি।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে ময়দান পুলিশে স্টেশন সংলগ্ন ডাফরিন রোডের কাছে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। আটক সরা হয় একটি হন্ডা গাড়ি। তাতেই তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ইয়াবা ট্যাবলেট। গ্রেফতার করা হয় বছর ৩২-এর মহম্মদ আব্বাস খান ও বছর ৩১-এর মহম্মদ জিওর রহমান। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫ কেজি ৬০০ গ্রাম মোট ৫০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, যার আনুমানিক মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা।গত রবিবার রাতে চিংড়িঘাটার কাছে ক্যানাল সাউথ রোডে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। গ্রেফতার করে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বাসিন্দা বাকি বিল্লা গাজি ওরফে বিল্লু, স্বরূপনগরের বাসিন্দা আখতারুল গাজি ও মণিপুরের থৌবলের বাসিন্দা মহম্মদ আলি আহমেদকে। তাদের থেকেই পাওয়া সূত্র ধরে এদিন এই দুই মণিপুরী বাসিন্দাকে শহর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী আইন ২২ (সি) এবং ২৬ এনডিপিএস আইন ১৯৮৫ ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে যোগ্য জবাব দিয়েছে সেনা, দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতির

জম্মু, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রবীন্দ্র রায়না। পাশাপাশি ক্রমাগত সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করার জন্য পাকিস্তানের নিন্দায় মুখর হয়েছেন তিনি।

রবিবার রবীন্দ্র রায়না জানিয়েছেন, পাকিস্তান ক্রমাগত সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে। কুপওয়ারা সেক্টরে ভারতীয় সেনা জওয়ান এবং গ্রামবাসীরা প্রাণ হারিয়েছে। সীমান্তের ওপারে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। কারণ এই সকল জঙ্গিঘাঁটিতে থাকা জঙ্গিরা জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই সাফল্যের প্রশংসা করে তিনি জানিয়েছেন, যে সকল জঙ্গিরা জম্মু ও কাশ্মীরে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া গিয়েছে। সীমান্ত সন্ত্রাস নিকেশ করার জন্য দুরন্ত পদক্ষেপ এটি। উল্লেখ করা যেতে পারে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে নীলম উপত্যকায় জঙ্গিদের চারটি লঞ্চ প্যাডে আর্টিলারি(তোপ) থেকে গোলাবর্ষণ করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। মনে করা হচ্ছে হামলায় একাধিক জঙ্গি নিকেশ করা গিয়েছে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরে তাংদারে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করে পাকিস্তান। হামলায় দুই ভারতীয় জওয়ান শহিদ হন এবং এক নিরীহ গ্রামবাসী প্রাণ হারায়। তার জবাবে এই হামলা ভারতের।

শুধু অসুখ হলে নয় সুস্থ অবস্থাতেও চিকিৎসকের সঙ্গে সংযোগ রাখা উচিত : রাজ্যপাল

কলকাতা,২০ অক্টোবর (হি.স.) : আমরা শুধু অসুস্থ হলেই চিকিৎসককে মনে করি।কিন্তু সুস্থ থাকলেও চিকিৎসককে মনে করা উচিত।সুস্থ বা অসুস্থ সবসময়ই চিকিৎসকের সঙ্গে সংযোগে থাকা উচিত এমনটাই রবিবার বিড়লা টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে মেডিভীষনের রাজ্য সম্মেলনে এসে এমনটাই বলেন রাজ্যপাল জগদ্বীপ ধনখর।

বিদ্যার্থী বিকাশের আয়োজিত মেডিভীষনের রাজ্য সম্মেলনে রাজ্যপাল একাই নন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখরওঊ মেডিভীষনের রাজ্য সম্মেলনে এসে রাজ্যপাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'ভারতবর্ষ এমন এক জায়গা যেখানে দিদার ওষুধ ঠাকুমার ওষুধেও বহু অসুখ সরেঊতবে,আমরা যখন অসুস্থ হই তখন আমরা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হইঊ কিন্তু সুস্থ থাকলে ভুলে যাই চিকিৎসকের কথাঊএই কাজটা করা একদম উচিত নয়ঊসবসময় চিকিৎসকের সাথে সংযোগ রাখা উচিতঊ শুধু অসুখ হলেই চিকিৎসক কেন?

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে বড়সড় ফাটল

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স): কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে বড়সড় ফাটল। ঘটনায় ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাহলে কি মাটির নিচে বসে যাচ্ছে এশিয়ার প্রথম মেডিক্যাল কলেজ, এই প্রশ্নের উত্তর নেই পূর্ত দফতরের কাছেও।

মেডিক্যাল কলেজের এমসিএইচ ভবনের পিলার ও দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর মেইন পিলারের উপর একাধিক জায়গায় বড়সড় ফাটল দেখা গেছে। আর ক্রমশ বাড়ছে সেই ফাটল। আইসিইউ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে এই বিল্ডিং-এ। যেখানে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০-রও বেশি রোগী চিকিৎসাধীন। আর তাতেই রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত কলেজ কর্তৃপক্ষ। ঘটনায় পূর্ত দফতরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। ইতিমধ্যেই পূর্ত দফতরকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পূর্ত দফতরের তরফে জানানো হয়েছে তেমন চিন্তার কোনও কারণ নেই। সিমেন্ট দিয়ে সাময়িক ভাবে মেরামত করা হয়েছে ফাটল। তবে রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এই বিল্ডিং-এর পাশেই তৈরি হচ্ছে ১১ তলা সুপার স্পেশালিটি ক্যান্সার চিকিৎসার বিল্ডিং। আর তাতেই এই বিপত্তি বলে বলে মনে করা হচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সোমবার উত্তরবঙ্গে বিজয়া সম্মিলনী মমতার

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স): সোমবার উত্তরবঙ্গে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে পুলিশ কমিশনারেটের মাঠে বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে চলেছেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মানুষজন। পাশাপাশি উত্তরকন্যায় একটি প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার,২১ তারিখ উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের পর এই প্রথম তিনি উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আগামী ২১ থেকে ২৫ অক্টোবর আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং সফর করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন তিনি। ২১ তারিখ আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। ২২ অক্টোবর উত্তরকন্যায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের বেশ কিছু আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। ওই দিনেই দুপুরে কার্শিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তিনি। ২৩ তারিখ কার্শিয়াং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে ২৪ অক্টোবর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি না এসে পড়লে মুখ্যমন্ত্রী এই সফরে পাহাড়েও যেতে পারেন।

এতদিন পর্যন্ত কলকাতায় একাধিক বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি রাজারহাট নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিশিষ্ট শিল্পপতিদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করেছিলেন তিনি। কিন্তু এই প্রথমবার উত্তরবঙ্গে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিচ্ছেন তিনি । শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি দুই জেলাকে নিয়েই বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হবে। এই দুই জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষদের এই বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। নবান্নের সচিব পর্যায় থেকে তালিকা তৈরি করা হয়েছে আমন্ত্রিতদের।

উত্তরাখন্ডে ভূমি ধসে আহত তিন, নিখোঁজ দুই

দেহরাদুন(উত্তরাখন্ড), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরাখন্ডে ভূমি ধসে গুরুতর জখম তিন। নিখোঁজ দুই। শনিবার রাতে রাজ্যের রুদ্রপ্রয়াগের চণ্ডীকাগড়ের কাছে এই ভূমি ধস হয়।

দুইটি বাইকে করে পাঁচজন ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। সেই সময় ভূমি ধসটি হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়টি এতটাই ছিল যে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় বাইক আরোহীরা। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। ধসের মাটি ও পাথর সরিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করে গুপ্তকাশির সিএইচসির হাসপাতালে যায় যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কিন্তু দুই বাইক আরোহীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাইক দুইটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। ধস মাটি ও পাথর সরানোর কাজ চলছে।

জঙ্গলমহলের রাইপুরে বিজেপির গান্ধী সংকল্প যাত্রা

বাঁকুড়া(হি.স.) ২০ অক্টোবর (হি.স.) : মহাত্মা গান্ধীর দেড়শোতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিজেপি দেশজুড়ে গান্ধী সংকল্প যাত্রা শুরু করেছে।বাঁকুড়া জেলা জুড়েও চলছে এই কর্মসূচি। রবিবার সকালে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহল রাইপুরে সংকল্প যাত্রার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজেপি সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার, জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র সহ স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। রাইপুর সবুজ বাজার থেকে সংকল্প যাত্রা শুরু করে টেকার বাজারে সমাপ্ত হয়। পথ মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু-কান্হু এবং অলচিকি লিপির স্রষ্টা পন্ডিত রঘুনাথ মূর্মুর মূর্তি পরিষ্কার করে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন ডাঃ সুভাষ সরকার, বিবেকানন্দ পাত্র।

মিছিলে অংশগ্রহণকারী এক আদিবাসী রমনী সিধু-কান্হু মূর্তিতে মাল্যদান করেন। যাত্রা শেষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ সুভাষ সরকার বলেন, আগে সব রাজনৈতিক দল গান্ধীকে শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে, বিজেপি তার দেড়শোতম জন্মবর্ষে তার প্রদর্শিত জল সংরক্ষণ, সবুজ ও অরণ্য সংরক্ষণ, বনজ ও খনিজ সম্পদ রক্ষায় সংকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ লুট হচ্ছে, বালি পাচারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তোলাবাজি হচ্ছে, কয়লা পাচার হচ্ছে।দেশীয় সম্পদের লুটতরাজ বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে, জনসাধারণের সহযোগিতায় এই কাজ সম্ভব করে তুলতে বিজেপি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাইপুরের পর মটগোদাতে অনুরূপ ভাবে সংকল্প যাত্রা পালিত হয়।

শ্রীরামপুর

আটের পাতার পর

উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রাস্তায় অবরোধ চালাচ্ছিল কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব। সেই সময় ওই স্থানেই থেমে যায় বিজেপির সংকল্প যাত্রা ঊ অন্যদিকে যাত্রা থেমে যাওয়ায় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরেন বিজেপি কর্মীরা।

এদিন বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের প্রথমে বচসার পর শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি ঊএরপরেই পুলিশী হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি ঊ বিজেপির অভিযোগ, সাংসদকে দেখেও তাঁরা রাস্তা ছেড়ে দেননি। এদিকে, সাংসদ লকেটও রাজনৈতিক সৌজন্যবশত কংগ্রেস কর্মীদের অবরোধ তুলে তাঁদের সংকল্প যাত্রার পথ করে দেওয়ার জন্য কোনও আবেদন করেননি বলেই অভিযোগ করা হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

বিদেশি মদ

আটের পাতার পর

-চারিদুয়ার রোডে আবগারি অফিসাররা বাজেয়াপ্ত করেছেন দশ কার্টুন অরুণাচলি মদ। ধারণা করা হচ্ছে, মদগুলি রাঙাপাড়া নির্বাচন কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছিল। মদের কার্টুনের সঙ্গে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, জেলার বালিপাড়া-চারিদুয়ার রোডে ভালুকপুং (অরুণাচল প্রদেশ) থেকে আগত এসএস ১২ ওয়াই ১৯৪৮ নম্বরের একটি অল্টোয় তালাশি চালিয়ে গতকাল রাতে দশ কার্টুন অরুণাচল প্রদেশে বিদেশি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছেন আবগারি অফিসাররা। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে রাকেশ পগাগ নামের এক ব্যক্তিকে। ধারণা করা হচ্ছে, ভোটের আগের রাতে মদের বোতলগুলি ভোটারদের মধ্যে বিলি করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছিল। ধৃত ব্যক্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

স্বরলিপিসহ কাকলি (১৯৩০) নামে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। তার অপর গানগুলিও গীতিপুঞ্জ এবং কয়েকটি গান নামে দুটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৩ সালের দিকে কলকাতা থেকে প্রথম অতুল প্রসাদের গানের রেকর্ড বের হয় সাহানা দেবী ও হরেন চট্টোপাধ্যায়ের ন্ট্রে।

জঙ্গি হামলা

পাচের পাতার পর

বিনিময় হয়। গুলিতে জনৈক জওয়ান সামান্য জখম হয়েছেন বলে জানিয়েছে সূত্রটি। তবে এর সত্যতা সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের বহু খালি কার্তুজ।

এনএসসিএন (কে)-এর স্বঘোষিত কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ন্যামলাং এবং আলফা (স্বাধীন)-র কমান্ডার নয়ন অসমের নেতৃত্বে এই অ্যামবুশ সংগঠিত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এদিকে অ্যামবুশের দায় স্বীকার করেছে আলফা স্বাধীন-এর প্রধান সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়া।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স) : আজ ২০ অক্টোবর, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের ১০০ তম জন্মবার্ষিকী। রবিবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (মানু দা) এর জন্মদিবসে জানাই প্রণাম।' ২০১০ সালে ৬ নভেম্বর জীবনাবসান ঘটে তাঁর। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসীন হন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও সামলেছেন।

রাতাবাড়ি উপনির্বাচন : সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা ভোটকর্মীদের, প্রস্তুত প্রশাসন

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। রাজ্যের ১ নম্বর তফশিলি জাতি সংরক্ষিত রাতাবাড়ি আসনে উপনির্বাচনের ভোট। সরব প্রচার অভিযান শনিবার বিকেল পাঁচটায় শেষ হয়েছে। এখন চলছে ডোর-টু-ডোর প্রচার অভিযান। বিজেপির বিজয় মালাকার, কংগ্রেসের কেশবপ্রসাদ রজক, এসইউসিআই-এর বীরেন্দ্র রবিদাস এবং নির্দল প্রার্থী পরীক্ষিত রায় রাতাবাড়ির বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার জন্য ময়দানে নেমেছেন। প্রার্থী চারজন থাকলেও লড়াইটা সরাসরি কংগ্রেস বনাম বিজেপির মধ্যেই হবে। উপনির্বাচন নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও চূড়ান্ত।

রবিবার সকাল থেকে ভোটকর্মীরা জেলা সদরে অবস্থিত করিমগঞ্জ কলেজের মাঠ থেকে ভোট সামগ্রী নিয়ে নিজ নিজ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। সাধারণ পর্যবেক্ষক সুনীল কুমার নায়েক (আইএএস) এবং ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক জি ভামশি কৃষ্ণ রেড্ডি (আইআরএস) নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও অবাধ করতে গোটা নির্বাচনী এলাকাকে সাতটি জোন ও ১৭টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। ভোটারদের অবাধ ও সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দানে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে না হয়, এর জন্য পাঁচটি করে নিরীক্ষণ টিম, ফ্লাইং স্কোয়াড এভং ভিডিও নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার ১৩৯টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ২০২টি ভোট কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। এর মধ্যে ছয়টি কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলির জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হবে। টেকনিকাল কারণ কোনও কেন্দ্রের ইভিএম বিকল হয়ে পড়লে সাথে সাথে যাতে ভালো মেশিন সেখানে পৌঁছানো যায় তার জন্য রামকৃষ্ণনগর কলেজে অতিরিক্ত ইভিএম রাখা হয়েছে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী রাতাবাড়িতে মোট ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩১২ জন ভোটার আগামী দেড় বছরের জন্য তাঁদের বিধায়ক নির্বাচিত করতে কাল তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। মোট ভোটারের মধ্যে ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৩ জন পুরুষ ভোটার এবং ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৯ জন মহিলা ভোটার। জেলা পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় জানান, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আগামী ২৪ অক্টোবর করিমগঞ্জ কলেজে ১৪টি টেবিলে গণনাকার্য সম্পন্ন হবে। স্রংজেরুম হিসাবে আজ থেকেই করিমগঞ্জ কলেজেকে নিরাপত্তা রক্ষী তাঁদের দখলে নিয়ে নিয়েছে।

উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালন হোসিয়ারী শ্রমিকদের নবম জেলা সম্মেলন

পাঁশকুড়া, ২০ অক্টোবর (হি.স) : সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে, হোসিয়ারী শ্রমিকদের অবিলম্বে রেটবৃদ্ধি কার্যকর, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই, সপ্তাহে ১ দিন ছুটি সহ বিভিন্ন দাবিতে ২০ অক্টোবর নবম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব মেদিনীপুর। এদিন এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর জিয়াদা হাইস্কুলে । এদিনের সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীনন্দন খাটুয়া।

এদিন সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিকাল ৩ টেয় শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার ও সরকারি নানা শ্রমিক কল্যাণ মূলক প্রকল্প সম্পর্কে এক মহতী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সম্মেলন থেকে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং নারায়নচন্দ্র নায়ককে উপদেষ্টা, মধুসূদন বেরাকে সভাপতি, নেপাল বাগ ও তপন কুমার আদককে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৩ জনের নূতন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

এদিন বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোলাঘাট ব্লকের শ্রম দফতরের আধিকারিক শ্রী পার্থসারথি চক্রবর্তী। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক (উপদেষ্টা ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারী মজদুর ইউনিয়ন)। প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা ঊ মধুসূদন বেরা বলেন, আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এ জেলার মেকার মালিকরা ২০১৮ সালের ন্যূনতম মজুরী অনুসারে, মজুরি বৃদ্ধি ও ১০.১০ু বোনাস দিতে বাধ্য হয়েছে। এদিনের সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা, কোলাঘাট সহ বিভিন্ন ব্লকের থেকে তিন শতাধিক হোসিয়ারী শ্রমিক যোগ দেন ।

বকেয়া মজুরী ও বিনা নোটিশে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অভিযোগে দুর্গাপুরে বেসরকারী কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : বকেয়া বেতনের দাবীতে আন্দোলন করার জেরে বিনা নোটিশে ছাঁটাই হল ১৫০ জন ঠিকাশ্রমিককে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। রবিবার দুর্গাপুরের রাতুড়িয়া অঙ্গদপুর শিল্পতালুকে বেসরকারী কারখানার গেটে বঞ্চিত ঠিকা শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করল। এই ঘটনাকে ঘিরে এদিন চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

জানা গিয়েছে, "বেসরকারী ফেরো অ্যালয় ওই কারখানার গেটে রবিবার আইএনটিটিইউসির পক্ষে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত দু-মাস ধরে মজুরী বকেয়া। পুজোর সময় মজুরী দেয়নি। এই বকেয়া মজুরীর দাবীতেই আন্দোলন শুরু করেছিলাম। কিন্তু রবিবার আচমকা আন্দোলনরত ১৫০ জন ঠিকাশ্রমিককে বিনা নোটিশে ছাঁটাই করে দেয়।"

এদিন বিক্ষোভরত শ্রমিকদের পক্ষে বরুন চট্টোপাধ্যায় জানান, "কর্তৃপক্ষ দ্বিচারিতা করছে। বিগত ২২ বছর ধরে কাজ করছি। আজ অবিচার হচ্ছে আমাদের ওপর। দু-মাস কোন বেতন দেয়নি। তার ওপর বিনা নোটিশে ছাঁটাই করা হল। তাই আন্দোলনে নেমেছি। অবিলম্বে বকেয়া বেতন দিতে হবে। এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনরবহাল করতে হবে।"

এদিন হুশিয়ারী দিয়ে শ্রমিকরা জানান, "দাবী না মানলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।" যদিও এদিন সমিকদের এই বক্তব্যের এবিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি কারখানা কর্তৃপক্ষ।

দেশব্যাপী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণকে বনধ সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরও বলেন এই ব্যাপক ধর্মঘট শুধুমাত্র ব্যাপক কর্মচারীদের বেতনভাতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য নয়, এই ধর্মঘটে জনগণের সার্বিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। গোটা দেশের আপামর জনগণের স্বার্থের জন্য এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে সংযুক্তিকরন বন্ধ করার জোরালো দাবি জানিয়েছে আন্দোলনকারী সংগঠন। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাঙ্কের শাখা কমবে, কর্মচারী সংকোচন হবে, ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্প উদ্যোগীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রাজধানীর

● প্রথম পাতার পর

এর পেছনে প্রকৃতপক্ষে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা অবিলম্বে বের করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। রাজধানীর হোটেলগুলিতে পুলিশের নজরদারিতে ঘাটতি ঘিরেও জনমনে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

চেয়েছে শিক্ষাদপ্তর পেয়েছে ১জন, তেমনি ইকোনোমিক্সে ২২ জন চেয়েছে, পেয়েছে ১জন। জিওগ্রাফি ৪ জন চেয়েছে পেয়েছে ২ জন। ককবরক ১৯ চেয়েছে পেয়েছে ১ জন। সংগীতে ১০ জন চেয়েছে পেয়েছে ২ জন। সাইকোলজি ৮ জন চেয়েছে পেয়েছে ২ জন। সোসিওলজি ১ জন চেয়েছে এক জন পাওয়া গেছে। এডুকেশন ২ জন, ফিলোসফি ২জন এবং মিজো ভাষা শিক্ষক ১ জন চেয়েছে। কিন্তু, ওই তিনটি বিষয়ে এক জন শিক্ষকও পাওয়া যায়নি। তাই, এসটিপিজিটি ১০ জন শিক্ষক পাওয়া গিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন তাঁদের কাগজপত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। খুব শীগ্রই তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী।

পরিষদের

● প্রথম পাতার পর

গঠনের যে স্বপ্ন দেখছেন মিশনারীদের কাজ কর্মের ফলে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না। এসব ঘটনাবলীর মেজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত দাবি জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

ভারতের

● প্রথম পাতার পর

নিহত আরও এক সাধারণ নাগরিক, আহত আরও তিন জন। যদিও গুলির পালটা জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। একইসঙ্গে রবিবারের হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সীমান্ত লাগোয়া দুটি বাড়িও।

সেনা সূত্রে খবর, এদিন হঠাৎ সীমান্ত লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে পাক সেনা। সেই সময়েই সীমান্ত কর্তব্যরত অবস্থায় পাক সেনার গুলিতে নিহত হন দুই জওয়ান। যদিও সঙ্গে সঙ্গে গুলির পালটা জবাবও দেয় ভারতীয় সেনা। অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছিল পাক সেনা বলে ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর।

গত সপ্তাহ ঠিক রবিবার ভূস্বর্গের বারামুলা সেক্টরে পাক সেনার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এক ভারতীয় জওয়ান। ২০১৮ সাল থেকে নজিরবিহীন ভাবেই সীমান্ত গুলি চালনার ঘটনা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার জেরে চলতি বছরের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২ হাজার ৩১৭টি পাকিস্তানের দিক থেকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। যাতে ভারতীয় সেনার পালটা জবাবে মারা গেছে ১৪৭ জন সন্ত্রাসবাদী। যদিও ২০১৮ সালে এই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের সংখ্যাটি ছিল ১ হাজার ৬২৯টি।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

হবে না। তাঁর সাফ কথা, দুর্নীতিবাজদের তাঁদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

এদিকে, আজ আগরতলা-গুয়াহাটি এয়ার এশিয়ার প্রথম বিমানের সহকারি পাইলট আরমান চৌধুরী ত্রিপুরার বিলোনিয়ার বাসিন্দা বলে খবরে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের জনগণ দারুন খুশি।

আরমান

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, ছেলেকে নিয়ে ভীষণ গর্ব অনুভব করেন বাবা প্রণব চৌধুরী। তিনি জানান, বিলোনিয়া আর্য্য কলোনি বিদ্যালয় থেকে আরমান স্কুল জীবন সমাপ্ত করে দিল্লির পাইওনিয়ার ফ্লাইং অ্যাকাডেমিতে পড়াশুনা করেছে। সেখান থেকেই পাইলট হওয়ার ডিগ্রি নিয়েছে আরমান। প্রণববাবু জানান, আরমান এখন কলকাতা বেইসে কর্মরত রয়েছে। আজ আগরতলার মাটিতে বিমানের পাইলট হিসেবে ছেলের অবতরণে তিনি দারুন আনন্দ অনুভব করছেন। একইসাথে ভীষণ গর্ব বোধও করছেন, জানান অকপটে।

আবেদনকারী

● প্রথম পাতার পর

এখন টেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন। আগামীদিনে আরও বেশি সংখ্যায় ছেলেমেয়েরা এই পরীক্ষায় বসার জন্য এগিয়ে আসবেন বলে আশাবাদী তিনি।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশি বলয়ের মধ্যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন ধরনের বলতে দেওয়া হয়নি। কোন আধিকারিকও এ বিষয়ে মুখ খোলেননি। এর ফলে সুনীল ভৌমিকের অসুস্থতার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

অব্যাহত

● প্রথম পাতার পর

এর ফলে পুলিশের দুরদর্শিতা নিয়েও বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়েছে। আবার অনেককেই অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রীকে আটক করতে পুলিশ কতটা সক্ষম হয়।

কঠিন চিবর দান

আগরতলা, ২০ অক্টোবর।। বেনুবন বিহারে রবিবার কঠিন চিবর দান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সকালে বৌদ্ধ মন্দিরস্থিত বেনুবন বিহারে পতাকা উত্তোলন করা হয়। কঠিন চিরব দান উৎসবের মাহাত্ম্য বিশ্লেষন করতে গিয়ে বেনীবন বিহারের অধ্যক্ষ অক্ষয়ানন্দ জানান, প্রতি বছরই বেনুবন বিহারে কঠিন চিবরদান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হচ্ছে। চিরবদান উৎসবেক অনেকেই বাড়িঘর থেকে অন্নবস্ত, কল ইত্যাদি নিয়ে আসেন সন্ন্যাসীদের দান করার জন্য।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

াঙ্গন

রবিবার রাজধানীতে রান ফর ফিট দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

এক সিরিজে পাঁচশো রান তুলে এলিট ক্লাসে রোহিত, ৪৯৭ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার ভারতের

রাঁচি, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা শেষ টেস্টের দ্বিতীয়দিন চা পানের বিরতির আগে ৯ উইকেটে ৪৯৭ রান তুলে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত। এদিন দ্বিশতরান হাঁকিয়ে চলতি টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে ৫০০ রান তুললেন রোহিত শর্মা। ৪১তম জন্মদিনে প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র সেহওয়াগকে তাঁর ধ্রুপদী ব্যাটিংয়ের মধ্যে দিয়েই যোগ্য সম্মান জানালেন 'হিটম্যান'। একইসঙ্গে পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ভিনু মানকড়, সুনীল গাভাস্কর, বীরেন্দ্র সেহওয়াগদের সঙ্গে এলিট ক্লাসে নিজেকে উন্নীত করলেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা।একটি টেস্ট সিরিজে ৫০০ বা তার বেশি রান হাঁকানোর তালিকায় এতদিন ছিলেন চারজন ভারতীয় ব্যাটসম্যান। ভিনু মানকড়, বুধি কুন্দেরান, সুনীল গাভাস্কর ও বীরেন্দ্র সেহওয়াগের পর চলতি টেস্ট সিরিজে রবিবার সেই নজিরের অংশীদার হলেন মুম্বইকার ব্যাটসম্যান। ওপেনার হিসেবে অভিষেক টেস্ট সিরিজে রোহিতের এই কৃতিত্বে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ঝাড়খন্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে এদিন ১৮৩ রান করার সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই এলিট ক্লাবে নিজের নাম খোদাই করে নেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা।এরপর টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক দ্বিশতরান গড়ে ফের একটি নজির গড়েন ভারতীয় ওপেনার। বিশ্বের চতুর্থ ও তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে একদিনের পর টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিশতরানের নজির গড়লেন 'হিটম্যান'। এর আগে কেবল সচিন তেন্ডুলকর, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ ও ক্রিস গেইলের ঝুলিতে ছিল এই নজির। উল্লেখ্য, কেরিয়ারে ৫টি টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে ৫০০ বা তার বেশি রান গড়ার নজির রয়েছে সুনীল গাভাস্করের। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২০০৫ শেষবার ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে এই নজির এসেছিল বীরুর ব্যাট থেকে।

১৪ বছর বাদে বীরুর জন্মদিনেই সেই নজির স্পর্শ করলেন রোহিত, যা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। সেবার ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বীরুর ব্যাট থেকে এসেছিল ৫৪৪ রান। আর চলতি সিরিজে আপাতত রোহিতের সংগ্রহ ৫২৯ রান। আরও একটি ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ হাতে থাকছে ২০১৯ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের।

প্রথমদিন ১১৭ রানে অপরাজিত থাকা রোহিত শর্মা এদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতির ঠিক পরেই কেরিয়ারের পয়লা নম্বর টেস্ট দ্বিশতরানটি হাসিল করেন।

মিড উইকেটের উপর দিয়ে লুঙ্গি এনগিদিকে ছক্কা হাঁকিয়ে ডাবল টন সম্পূর্ণ করেন ভারতীয় ওপেনার। শতরান করে ১১৫ রানে আউট হন আজিঙ্কা রাহানে। চতুর্থ উইকেটে দুই ব্যাটসম্যানের নির্ভরযোগ্য ২৬৭ রানের পার্টনারশিপে ভর করেই বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে যায় ভারত। যদিও দ্বিশতরানের পর ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি রোহিতের। ২১২ রানে রাবাদার বলে এনগিদির তালুবন্দি হন তিনি।

আইএসএলের প্রথম ম্যাচে কেরলের বিরুদ্ধে এটিকে

কলকাতা, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবার আইএসএলের প্রথম ম্যাচে মেসির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামছে এটিকে। লিওনেল নয়, ইনি রাফায়েল মেসি বৌলি। ক্যামেরুনের এই ফরোয়ার্ড জাতীয় টিমের হয়েও গোটা পাঁচেক ম্যাচ খেলেছেন। বর্তমানে কেরালা ব্লাস্টার্স টিমের ফরোয়ার্ডে অন্যতম ভরসা মেসি। পাশে আছেন আগের আইএসএলে ভালো ফর্মে থাকা নাইজিরিয়ান বার্থোলোমিউ ওগবেচে। এটিকে ডিফেন্সকে তাই সতর্ক থাকতেই হচ্ছে কেরালার বিরুদ্ধে।

রবিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু এটিকে'র।

ডিফেন্স নিয়ে অবশ্য চিন্তা দুই টিমেই। কেরালার সন্দেশ জিঙ্ঘান চোটের জন্য প্রায় পাঁচ মাস মাঠের বাইরে। অন্যদিকে নেই এটিকের আনাস ইডাথোডিকা। সুপারকাপে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখায় তাঁর সাসপেনশন আছে একটি ম্যাচে। কেরালা অবশ্য জিঙ্ঘানের পরিবর্ত পেয়ে গিয়েছে। চোটের জন্য জাতীয় টিমের ডিফেন্ডার ছিটকে যাওয়ায় তারা শুক্রবারই সই করিয়েছে রাজু গায়কোয়াড়কে।

এটিকে টিমে সাসপেনশনে আছেন জবি জাস্টিনও। তিনি খেলতে পারবেন না তিনটে ম্যাচ। তবে আন্তনিও আবাসের টিমে ফরোয়ার্ডের কমতি নেই। উঠতি কোমল থাটাল থেকে অভিজ্ঞ বলবন্ত সিং আছেন। দুই বিদেশি ফরোয়ার্ড রয় কৃষ্ণা ও ডেভিড উইলিয়ামস অন্যতম বড় ভরসা।

নিউক্যাসেল ইউনাইটেডকে হারিয়ে প্রিমিয়র লিগে জয় চেলসির

লন্ডন, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : প্রিমিয়র লিগে প্রথম চারে ঢুকে পড়ল চেলসি। নিউক্যাসেল ইউনাইটেডকে একমাত্র গোলে হারাল তারা। এদিন টানা পঞ্চম ম্যাচে জয় তুলে নিল ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের চেলসি। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে নিউক্যাসেলের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে স্প্যানিশ লেফট-ব্যাক মার্কোস অ্যালোন্সোর চোখধাঁধানো গোল পুরো তিন পয়েন্ট এনে দিল ব্লুজ'দের।

প্রথমার্ধে ইংলিশ স্ট্রাইকার কালাম হাডসন ওদোইয়ের বাঁ-প্রান্তিক দৌড় নিউক্যাসেল রক্ষণকে বারকয়েক পরীক্ষার মধ্যে ফেললেও বিপদ কিছু ঘটেনি। ১৫ মিনিটে ওদোইয়ের সেন্টার থেকেই দিনের প্রথম ইতিবাচক সুযোগ তৈরি করে চেলসি।

দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ মাঠে নামার পর খেলায় গতি ফেরে চেলসির।

যদিও কালাম ওদোইয়ের পাস থেকে গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন এই মার্কিন ফুটবলার। এরইমাঝে উইলিয়ানের কর্নার থেকে টনি আব্রাহামের হেডও ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয়। অবশেষে উৎকণ্ঠা কাটিয়ে ৭৩ মিনিটে চেলসির ত্রাতা হয়ে ওঠেন মার্কোস অ্যালোন্সো।

বক্সের মধ্যে ওদোইয়ের থেকে বল পেয়ে কোনাকুনি শটে ডুব্রাভকাকে পরাস্ত করেন স্প্যানিশ লেফট ব্যাক। একমাত্র গোলে এগিয়ে থেকে বাকি সময়টা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে চেলসি। ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত লিগ টেবিলে ৩ নম্বরে ব্লুজ'রা।

দ্বিতীয়দিনে রোহিত শর্মার দ্বিশতরান, শতরান করলেন সহ অধিনায়ক অজিঙ্কে রাহানেও

রাঁচি, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : টেস্ট ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে চতুর্থ ইনিংসে দ্বিশতরানের মালিক হলেন টিম ইন্ডিয়ার 'হিটম্যান' রোহিত শর্মা। এটাই তাঁর কেরিয়ারের প্রথম দ্বিশতরান। শনিবার কেরিয়ারের ষষ্ঠ শতরান করেন রোহিত। রবিবার তৃতীয় তথা শেষ টেস্টের দ্বিতীয়দিনের সকাল থেকেই তাঁকে দেখা যায় বিধ্বংসী মেজাজে। দিনের প্রথম সেশনেই তিনি দেড়শোর গণ্ডি পেরিয়ে যান। মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির সময় রোহিতের ব্যক্তিগত স্কোর ছিল ১৯৯ রান। ভারতের স্কোর ছিল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ৩৫৭ রান। মধ্যাহ্নভোজনের পর দ্বিতীয় ওভারেই নিজের কেরিয়ারের প্রথম দ্বিশতরানের গণ্ডি পেরিয়ে যান হিটম্যান। অসাধারণ পুল শটে দুর্দান্ত ছক্কা হাঁকিয়ে ডাবল সেঞ্চুরির গণ্ডি পেরিয়ে যান তিনি। এর আগে রোহিতের কেরিয়ারে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর ছিল ১৭৭ রান। এদিন সহজেই টপকে যান তিনি। ওপেনার হিসেবে এই নিয়ে চার ইনিংসে তৃতীয় শতরান রোহিতের। এদিনের দ্বিশতরানের মাধ্যমে রোহিত বুঝিয়ে দিলেন, লম্বা ইনিংস খেলতেও তিনি প্রস্তুত। ওপেনার হিসেবে হিটম্যানের উত্থান টিম ইন্ডিয়াকে বড়সড় স্বস্তি দেবে, তাতে সন্দেহ নেই।এদিকে, রোহিতের পাশাপাশি এদিন ব্যাট হাতে কামাল দেখান গতকালের অপর অপরাজিত ব্যাটসম্যান তথা টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক অজিঙ্কে রাহানেও। এদিন, নিজের টেস্ট কেরিয়ারের একাদশতম শতরানটি করেন রাহানে। তবে, দেশের মাটিতে প্রায় ৩ বছর পর সেঞ্চুরি পেলেন তিনি। এর মাঝে অবশ্য বিদেশে একাধিক সেঞ্চুরি রয়েছে। ঘরের মাঠে রাহানে রানে ফেরায় স্বস্তি পেল ভারতীয় শিবির। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর তৃতীয় শতরান ছিল। তিনি আউট হন ১১৫ রানে। আউট হওয়ার আগেই রোহিতের সঙ্গে ২৬৭ রানের জুটি বাঁধেন তিনি। শেষ পর্যন্ত রোহিত আউট হন ২১২ রানে। মধ্যাহ্নভোজনের পর এখন পর্যন্ত ভারতের স্কোর ৫ উইকেটে ৩৮৬ রান তুলেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

দীপাবলির উৎসবে মেতে উঠতে তৈরি ধর্মনগর, কালীপুজোয় আসবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ অক্টোবর ।। হাতে আর মাত্র সাতদিন। তার পর গোটা দেশের সঙ্গে আলোর উৎসব দীপাবলিতে মেতে উঠবে রাজ্য। রাজ্যের সবকটি বড় বাজেটের কালী পুজো ও বারোয়ারি পূজাগুলি সেরার সেরা দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরার জন্য দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সর্বজনীন কালী পূজা কমিটি ও ক্লাব কর্তৃপক্ষরা কোনও খামতি রাখছেন না। অধিকাংশ প্যান্ডেলে নদীয়া নবদ্বীপের শিল্পীরা দুর্গা পুজোর আগে থেকেই প্যান্ডেল তৈরি করে আসছেন। যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় এ-বছর অনেকটা আর্থিক মন্দা ও সামগ্রীর বাজার অগ্নিমূল্য। সুতরাং পুজো উদ্যোক্তাদের অনেকটা হিমশিম খেতে হচ্ছে। তবুও তাঁরা দর্শনার্থীদের কাছে নতুনত্ব উপহার দিতে দিনরাত একাকার করে যাচ্ছেন।

কালী পুজো মানে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরের পুজো। ধর্মনগরের বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন জানান, কালী পুজো ধর্মনগর শহরে বরাবরই উচ্চমার্গের হয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। ধর্মনগর শহরে সাধারণ মানুষ শান্তি ও সুশৃঙ্খলভাবে সারারাত পুজো দেখেন। উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয় পুজোর আগের দিন থেকে, চলে চার-পাঁচ দিন। বিশ্ববন্ধু সেন আরও জানান, আলোর উৎসব দীপাবলিতে শুধু শহরকে আলোকিত করব তা নয়। আমরা সরকারি তরফ থেকেও গোটা শহরে চতুর্মুখী লাইট দিয়ে স্থায়ীভাবে আলোকিত করার চেষ্টা করছি। তিনি আরও বলেন, ধর্মনগর শহরের কয়েকটি ক্লাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কালী পূজায় আমন্ত্রণ করেছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগর শহরে পুজো দেখতে আসবেন বলে আশাবাদী বিধায়ক তথা উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনও। কালী পূজার বিসর্জন নিয়ে বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, গত বছর থেকে ধর্মনগর শহরে কালী পুজোর বিসর্জন শুরু হয়েছে। এবারও হবে। তবে বিসর্জনটা মনমুগ্ধকর শান্তিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হবে। বিসর্জনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত থাকার কথা।

গোটা রাজ্যের মধ্যে ধর্মনগর শহরে বড় বাজেটের কালী পুজো হয়ে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। ধর্মনগরের কালীপুজো চিরাচরিতভাবে ধুমধামের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তপ্রাণ দর্শনার্থীরা কালী পুজো দেখতে ধর্মনগর শহরে ছুটে আসেন। প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় কালীপুজোর আগের দিন থেকে শুরু করে চলে চার-পাঁচদিন।

গোটা ধর্মনগর শহরে বিভিন্ন রকমারি লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে পড়ে। অন্যান্য বছর ধর্মনগর এলাকায় ছোট-বড় প্রায় একশোর বেশি কালী পুজো হয়ে থাকলেও এবছর মোট ৫৮টি পুজো হচ্ছে। তার মধ্যে শহরে রয়েছে ২৮টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৩০টি। ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতি বছরের মতো এবারও সাত-আটটি বিগ বাজেটের পুজো রয়েছে। এই ক্লাবগুলি হল 'আমরা সবাই ক্লাব', 'অ্যাথলেটিক ক্লাব', 'অ্যারিয়েন্স ক্লাব', 'ওয়াইএমসি', 'বয়েজ ক্লাব', 'নবযুগ সংঘ', 'নেতাজি ক্লাব' এবং 'রেলওয়ে ইয়ং ম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাব'। তার মধ্যে সব থেকে বড় বাজেটের পুজো হল নয়াপাড়ার 'আমরা সবাই ক্লাব'। 'আমরা সবাই ক্লাব'-এর এবারের বাজেট ১৮ লক্ষ টাকা। তাদের থিম 'পদ্মাবত' সিনেমার সুবিশাল প্রাসাদ।

'আমরা সবাই ক্লাব'-এর পদাধিকারীরা জানান, তাঁদের পুজো এবার ২৭-তম বছরে পা দিয়েছে। এমন-কি 'আমরা সবাই ক্লাব' এবারও ধর্মনগর শহর-সহ রাজ্যের মধ্যে সেরার সেরা স্থান দখল করতে সক্ষম হবে। তাঁরা প্রতি বছর দর্শনার্থীদের কাছে কিছু নতুনত্ব দেওয়ার প্রয়াস করেন, এবারও এক ভিন্ন মাত্রায় তাঁদের প্রয়াস। তাঁরা আরও জানান, তাঁদের আলোকসজ্জায় থাকবে 'পাবজি গেম'-এর ওপর।

কালী পুজোর আগের দিন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ফিতা কেটে 'আমরা সবাই ক্লাব'-এর প্যান্ডেল উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীও 'আমরা সবাই ক্লাব'-এর পুজোয় আসবেন বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ আশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা জানান, দুর্গা পুজোর মতো কালীপুজোর 'দশমী' মানে বিসর্জন পর্ব ধর্মনগর শহরে গত বছর থেকে চালু করেছেন। ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের একটি স্বপ্ন ছিল, কালী পুজোয় দশমী হবে। তাই গত বছর থেকে মহাধুমধামে কালী পুজো দশমী শুরু হয় ধর্মনগর শহরে। এবারও তাঁরা সারা জাগানো 'দশমী' করবেন বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানান।

এদিকে 'অ্যাথলেটিক ক্লাব'-এর এবারের বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা। এ-বছর অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজো ৫৮ বছরে পা দিয়েছে। এবার তাদের থিম সম্পূর্ণ মৃৎশিল্পীদের জীবনেকে ঘিরে। ক্লাব কর্তৃপক্ষদের আশা, তাঁরা এ বছর দর্শনার্থীদের কিছু নতুনত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি লাইটিংয়ে রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। সম্পূর্ণ পিক্সেল লাইটের উপর থাকছে অ্যাথলেটিক ক্লাবের লাইটিং। অপরদিকে অ্যারিয়ান্স ক্লাব-এর এবারের থিম রাজস্থানের শিসমহল। অ্যারিয়ান্স ক্লাবের এবারের বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা। তাদের পুজো ৪৯ তম বছরে পা দিয়েছে। এছাড়া বাকি ক্লাবগুলি দর্শনার্থীদের মন কাড়তে নানা কুটির শিল্প, কাল্পনিক আদলে তৈরি মন্দির তৈরি করছে। তাঁরা ব্যবহার করছেন ফোম, থার্মোকল, ফাইবার, মশারির নেট, মাটির পুতুল ইত্যাদি।

এককথায় সবকটি বড় বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা। তবে ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে কালী পুজো মানে অনেকটাই ভিন্ন মাত্রায় আনন্দ। ভিন্নমাত্রায় ঐক্যের মিলন বন্ধন। গোটা শহর আলোয় মুখরিত হয়ে ওঠে।

রবিবার এয়ার এশিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

জামিন পেলেন কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া, ২০ অক্টোবর (হি.স): জামিন পেলেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচারের অভিযোগে ধৃত কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শর্তসাপেক্ষে এই জামিন মঞ্জুর করেছে পুরুলিয়া জেলা আদালত। সপ্তাহে একদিন পুরুলিয়ার সাইবার ক্রাইম থানায় তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাকে আবার ২০ নভেম্বর আদালতে হাজিরা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন পুরুলিয়ার চতুর্থ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মবিউল্লা।

জামিন পেয়েই বিস্ফোরক সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন,'যদি কিছু ভুল লিখে থাকি তবে মানহানির মামলা হোক। হিটলার মুসোলিনির সময়ও এমন হত না'। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কান্নায় ভেঙে পরেন তিনি। বলেন, 'পুলিশ থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করেছে। আমার পরিবারকে বলাই হয়নি আমি কোথায়। আমাকে কী জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটাও বলা হয়নি। ব্যারাকপুর কমিশনারেটকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা করিয়েছেন তা আমি ভাষায় বিশ্লেষণ করতে পারব না। সেদিন যেভাবে আমাকে মেরেছে, আমার নিম্নাঙ্গে যেভাবে আঘাত করা হয়েছে তাতে আমি প্রাণেই মারা যেতাম। মাটিতে ফেলে ঘুষি, লাথি, কিল, চড় মেরে ৯ ঘণ্টা ফেলে রেখেছিল'।

চোখ মুছতে মুছতেই বলেন, 'হিটলার, মুসোলিনির আমলেও এরকম হত না যা পিসি ভাইপোর আমলে হচ্ছে। জঙ্গলের রাজত্ব চলছে দেখলেন তো। আমি যদি ভুল করে থাকি আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হোক। আমার পরিবারকে বলাই হয়নি আমি কোথায়। ৪১এ ধারার কোনও নোটিশও দেয়নি। আমাকে কী জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা কিছুতেই বলা হয়নি। আমি বর্তমান অগণতান্ত্রিক অবস্থার কথা লিখেছি, বহুদিন ধরে লিখি। আমাকে ভাইপো বাহিনী শাসিয়েছিল একাধিকবার। আমি ভাবতে পারিনি এভাবে পুলিশকে লেলিয়ে দেবে। আমি মানবাধিকার কমিশনে যাব'।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ার সাইবার ক্রাইম থানায় সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন আইনজীবী তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পুরুলিয়া জেলার কার্যকরি সভাপতি প্রণব দেওঘরিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ও ভিত্তিহীন বক্তব্যের অভিযোগ আনা হয় সন্ময়বাবুর বিরুদ্ধে। তার ভিত্তিতেই পুরুলিয়া জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা বৃহস্পতিবার এই কংগ্রেস নেতাকে আটক করে।

সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা, কুৎসা করা, তাঁদের হেয় করা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। মামলা হয় তথ্যপ্রযুক্তি আইনেও। একাধিকবার সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার থানায় গেলে উলটে পুলিশ তাঁদের সঙ্গেই অভব্য আচরণ করে বলে অভিযোগ। তাঁদের বাড়ি গিয়ে তিনটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর সঙ্গেও অশ্লীল ভাষায় পুলিশ কথা বলেছে বলে অভিযোগ ওঠে। শুক্রবার দুপুরে এই কংগ্রেস নেতাকে জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক রিম্পা রায় দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। খারিজ করে দেন সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন।

নাগরিক অধিকার মঞ্চ, বাম -কংগ্রেস নেতারা তাঁর গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সরব হন । সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পর রাজ্য জুড়ে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। কংগ্রেস অভিযোগ করে রাজনৈতিক স্বার্থেই গ্রেফতার করানো হয়েছে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় জামিন পাওয়ার পরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র বলেন, 'সত্যের জয় হল। পুরুলিয়া কোর্টের মাননীয় বিচারক কংগ্রেসের মুখপাত্র সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করেছেন। আমরা প্রথম থেকেই আদালতের উপর ভরসা রেখেছিলাম। সন্ময়ের ওপর যেভাবে পুলিশের সঙ্গে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আইনের পথে দল লড়বে। সেইসঙ্গেই রাজ্য সরকারের হাতে গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে একসাথে সারা রাজ্যে পথে নেমে লড়াই হবে'।

লকেটের সংকল্প যাত্রায় কংগ্রেসের অবরোধ-অশান্ত শ্রীরামপুর

শ্রীরামপুর, ২০ অক্টোবর (হি.স) : লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সংকল্প যাত্রা ঘিরে উত্তেজনা চরমে উঠল শ্রীরামপুর এলাকায়। রবিবার শ্রীরামপুর এলাকা দিয়ে এই যাত্রা যাওয়ার সময় পথ অবরোধ করে কংগ্রেসরা উ সেই সময় শুরু হয়ে যায় দুপক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ উ বিক্ষোভকারীদের হঠিয়ে দেয় তাঁরা। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেয় কংগ্রেস উ কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যায় পরিস্থিতি। এরপরেই কোন্নগরের দিকে এগিয়ে যায় বিজেপির সংকল্প যাত্রা।

রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ সংকল্প যাত্রা শুরু করেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এই যাত্রা শুরু হয় শ্রীরামপুরের জিটি রোড সংলগ্ন বটতলা থেকে উ সেইসময় ওই একই এলাকায় কংগ্রেস নেতা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার ও তাঁর

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি

রায়গঞ্জ, ২০ অক্টোবর (হি.স): রবিবার সাত সকালে বাড়িতে ঢুকে এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল একদল দুষ্কৃতী। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কুমারডাঙি এলাকায়। গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রকাশ আগরওয়ালকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর। সকালবেলাতেই এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জ শহরে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই দিন সকালে নিজের বাড়িতেই গরুর খাবার তৈরি করছিলেন রায়গঞ্জ কুমারডাঙি এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী শ্যামসুন্দর আগরওয়াল। আচমকা একদল দুস্কৃতী বাড়িতে ঢুকে শ্যামসুন্দর আগরওয়ালকে মারধর শুরু করে। শ্যামসুন্দর আগরওয়ালের চিৎকার শুনে ছুটে আসে তাঁর ছেলে প্রকাশ আগরওয়াল। দুস্কৃতীরা তাঁকেও মারধর করার পাশাপাশি গুলি করে চম্পট দেয়। গুলি বিদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা পরে তাঁকেও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

সোমবার মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনে ও হরিয়ানার ৯০টি আসন বিধানসভা নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর (হি.স.) : রাত পোহালেই মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনে ও হরিয়ানার ৯০টি আসন বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হবে। আগামীকাল সোমবার মোট ৩ হাজার ২৩৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। আর তার আগে প্রচারের লড়াইয়ে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে বেশ এগিয়ে বিজেপি। মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছে বিজেপি আর কংগ্রেস একেবারেই ছন্নছাড়া। বিধানসভা ভোটের আগে কাশ্মীর, ৩৭০ এবং পাকিস্তান বিষয়ে জনগণের কাছে বক্তব্য তুলে ধরেছে বিজেপি। শেষ দিনে প্রচারে ঝড় তুললেন বিজেপির দুই শীর্ষ মুখ। হরিয়ানায় নরেন্দ্র মোদী এবং মহারাষ্ট্রে অমিত শাহ। ময়দানে কার্যত খুঁজেই পাওয়া গেল না কংগ্রেসকে। যার জেরে দুই রাজ্যে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পাশাপাশি সোমবারই দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৬৪টি বিধানসভা আসনে হবে উপ-নির্বাচন। যার মধ্যে রয়েছে, অরুনাচল প্রদেশের ১টি আসন, বিহারের ৫টি আসন, ছত্তিশগড়ের ১টি আসেন, অসমের ৪টি আসন, গুজরাটের ৪টি আসনে, হিমাচল প্রদেশের ২টি আসনে, কর্নাটকের ১৫টি আসনে, কেরালার ৫টি আসনে, মধ্যপ্রদেশের ১টি আসনে, মেঘালয়ের ১টি আসনে, ওড়িশার ১টি আসনে, পুদুচেরির ১টি আসনে, পাঞ্জাবের ৪টি আসনে, রাজস্থানের ২টি আসনে, সিকিমের ৩টি আসনে, তামিলনাড়ুর ২টি আসনে, তেলেঙ্গানার ১টি আসনে এবং উত্তরপ্রদেশের ১১টি আসনে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়ে দুর্গা পুজোর রেশ থাকবে তাই পশ্চিমবঙ্গে এই দফায় হচ্ছেনা উপ-নির্বাচন।

ইতিমধ্যে ভোটের জন্য ইভিএম ও ভিভিপ্যাট নিয়ে বুথে বুথে রওনা হয়েছেন ভোট কর্মীরা। মহারাষ্ট্রে যুযুধান দুই রাজনৈতিক দল বিজেপি ও শিবসেনা। সঙ্গে বেশ শক্ত লড়াই দেওয়ার সম্ভবনা আছে কংগ্রেস-এনসিপি জোটের। এছাড়াও রয়েছে এমএনএস, বিএসপি, সিপিআই(এম) এবং সিপিআই। সোমবার মোট ৩ হাজার ২৩৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে হরিয়ানায় মুখোমুখি লড়াইয়ে কংগ্রেস-বিজেপি। যদিও এএপি, এসআইপি, জেজেপি, বিএসপি এবং এলজেপি রয়েছে লড়াইয়ের ময়দানে। হরিয়ানায় মোট ১ হাজার ১৬৯ জন প্রার্থীর হবে ভাগ্য নির্ধারণ।

কমিশনের তরফে ইতোমধ্যে, ভোট গ্রহণ পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে দুই রাজ্যজুড়ে কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় জেলায় নজরদারি চালাবে নির্বাচনে যুক্ত বিশেষ প্রতিনিধিদের দল। পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের মাও অধ্যুষিত এলাকায় ভোট শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করার জন্য মোতায়েম করা হবে বিশেষ নিরাপত্ত বাহিনী। দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভিভি প্যাট-র ব্যবহার প্রসঙ্গে কমিশনের তরফে আগেই জানানো হয়, প্রতিটি বিধানসভা আসনে প্রতি পাঁচটি ইভিএম এর গণনার সঙ্গে মেলানো হবে ভিভিপ্যাটের গণণার সংখ্যা। পাশাপাশি প্রবীন নাগরিক ও বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি বুথে। দুই রাজ্যেই আছে সম্পূর্ণ মহিলা চালিত বুথ।

২৮৮ আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্র ও ৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানা বিধানসভায়, এই দুই রাজ্যের চলতি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে যথাক্রমে ৯ ও ২ নভেম্বর। হরিয়ানার ৯০টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসন সংরক্ষিত। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনের মধ্যে ৫৪টি আসন সংরক্ষিত। হরিয়ানায় মোট ১ কোটি ৮২ লক্ষ ও মরাষ্ট্রে মোট ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ মানুষ করবেন নিজেদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ। দুই রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনা করতে হরিয়ানায় থাকছেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৪৮৬ জন ভোটকর্মী ও মহারাষ্ট্রে থাকছেন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৯৫ জন ভোটকর্মী। হরিয়ানায় মোট ১৯ হাজার ৪২৫টি পোলিং স্টেশনে ভোট গ্রহণ হবে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে মোট পলিং স্টেশনের সংখ্যা থাকছে ৯৫ হাজার ৪৭৩টি।

২০১৪ সালের মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে যদি তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে ২৮৮ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় ১২২নি আসনে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমান করে ছিল বর্তমান শাসক দল বিজেপি। অন্য দিকে শিবসেনা পেয়েছিল ৬৩টি আসন। অন্যদিকে ৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানায় ৪৭টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গড়েছিল বিজেপি।

উপনির্বাচনের আগে শোণিতপুরে বাজেয়াপ্ত দশ কার্টুন বিদেশি মদ

বালিপাড়া (অসম), ২০ অক্টোবর (হি. স.) : আগামীকাল ২১ অক্টোবর রাজ্যের চার বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব এলাকায় ড্রাই-ডে ঘোষণা করেছে প্রশাসন। এমতাবস্থায় শনিবার রাতে শোণিতপুর জেলার বালিপাড়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

১৪ দিন অতিক্রান্ত, কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে জলবিস্ফোরণে নিখোঁজ চার কর্মীকে খোঁজে পায়নি এনডিআরএফ

হাফলং (অসম), ২০ অক্টোবর (হি.স.) : সন্ধানহীন নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (নিপকো)-এর চার কর্মী কোথায় গেলেন এ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। গত ৭ অক্টোবর ভোরে ডিমা হাসাও জেলায় উমরাংসো কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পস্থলে জল পরিবাহী পাইপ লাইন বিস্ফোরণের ফলে মহাজলপ্রলয়ের কবলে পড়েছিলেন পাওয়ার হাউসে কর্মরত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট নামলাই, জয়সিং টিসু, দক্ষিণ ভারতের একটি ব্যক্তিগত সংস্থার কর্মী রাজু রেড্ডি ও সাফাই কর্মী প্রেমপাল বাল্মিকী। মাটি-পাথর, বালি-সহ জলের স্রোতে তাঁরা সন্ধানহীন হয়ে যান। ওই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ১৪ দিন পরও সন্ধানহীন চার কর্মীর কোনও সন্ধান এখনও বের করতে পারেনি এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ বাহিনী।

কপিলি পাওয়ার হাউসের তিনটি ইউনিটে এখনও জল কাঁদা মাটি জমে থাকায় উদ্ধার কাজে তেমন অগ্রগতি নেই। সন্দেহ করা হচ্ছে, ওই চারকর্মীকে প্রবল স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তাঁর কোথাও না-কোথাও মাটি পাথরের নীচে চাপা পড়ে গেছেন। এদিকে নিপকো-র এই চারকর্মীর দেহ উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনাই নেই বললেই আশঙ্কা করছে উদ্ধারকারী দল। তাঁদের ধারণা, গত ১৪ দিন ধরে জল কাঁদা ও মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকলে চারকর্মীর দেহে পচন ধরে প্রায় গলে যাওয়ার পথে। কারণ কপিলি পাওয়ার হাউসের তিনটি ইউনিটে এখনও ৭০ থেকে ৮০ ফুট উঁচু কাদা মাটি জমে আছে। তাই এ সব পরিষ্কার করতে ঠিক কতদিন সময় লাগবে সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না নিপকো কর্তৃপক্ষ। পুরো প্রকল্পের আবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে পুনরায় সচল করে তুলতে বছরখানেক সময় লেগে যেতে পারে, এমনই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের চারপাশে এখন শুধু ধ্বংসের স্তূপ।

এদিকে রবিবার ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং বলেন, কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পস্থলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নিপকো কর্তৃপক্ষ। এর উচ্চস্তরের তদন্ত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ২০১৪ সালেই কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জল পরিবাহী পাইপ লাইন মেরামতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিপকো কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার তা মেরামতি করার ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অভিযোগ তুলে প্রমিথ সেংইয়ং বলেন, এর জন্যই গত ৭ অক্টোবর কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পাইপ লাইনে বিস্ফোরণ ঘটে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমন-কি নিপকো-সহ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার নিপকো-র চার কর্মীকে উদ্ধারে তেমন আন্তরিকতাও দেখায়নি বলে অভিযোগ করেন ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে নিপকোয় কর্মী নিয়োগ করা হয়নি।

যার দরুন পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে। গত ৭ অক্টোবর যখন ওই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তখন কপিলি পাওয়ার হাউসের ভিতরে প্রেমপাল বাল্মিকী নামের সাফাই কর্মী কর্মরত ছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে টেকনিক্যাল কর্মী থাকার কথা সেখানে সে সময় কী করে একজন সাফাই কর্মীকে নিয়োগ করা হল? এ থেকেই প্রমাণিত, নিপকোয় পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে। তাই এর উচ্চস্তরের তদন্ত দাবি করে প্রমিথ সেংইয়ং অবিলম্বে উমরাংসো কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সংঘটিত ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।